ঈশ্বরের অনন্য দান যাজকীয় জীবনাহ্বান

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৫ ❖ ৭ - ১৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সিনডাল মণ্ডলীর বাস্তবায়নে খ্রিস্টীয় আহ্বান

শ্রদ্ধাঞ্জলি

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ইন্দ্রানী মেরী পিরিচ

জন্ম: ১০ মে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৭৭ পশ্চিম তেজতুরী বাজার
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

প্রিয় **মা,**

দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেল। তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে প্রতিটিক্ষণ কাটছে। তুমি চলে গেছো পরম করুণাময় পিতার কাছে। তোমার ভালবাসা ও আদর আমাদের হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। আশীর্বাদ কর, স্বর্গস্থ পিতার অনন্তধাম হতে আমরা যেন তোমার আদর্শকে সামনে নিয়ে চলতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
তোমারই আদরের
ছেলে ও বৌমা
নাতি-নাতনীরা

বিজ্ঞ /১৪২/২৩

ভালোবাসায় ভাল থেকো ওপাড়ে

প্রয়াত অনিল গাব্রিয়েল গমেজ

জন্ম: ২৪ আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৪ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
দেওতলা (হাটিবাড়ী)
গোল্লা ধর্মপল্লী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

'কে বলে তুমি নাই,
আকাশে বাতাসে আজো তোমারই সাড়া
শুধু তুমি মোর কাছে নাই'।

অনিল গাব্রিয়েল গমেজ বিগত ২৪ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ শুক্রবার আনুমানিক বিকাল ৪:৪৫ মিনিটে জাগতিক পৃথিবীর বাঁধন ছিন্ন করে তার নিজ দেহ ত্যাগ করেন। তিনি যোসেফ গমেজ ও মেরী গমেজের বড় সন্তান। তৎকালীন সময়ের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসারের আর্থিক সহায়তার জন্য মাত্র ১৪ বছর বয়সে চাকুরী জীবনে প্রবেশ করেন। ৩০ বছর বয়সে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পূর্ব ভাদার্তি গ্রামের রেজিনা গমেজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং পরবর্তীতে দুই ছেলে সন্তানের জনক হন তিনি। জাহাজে চাকুরী করার সুবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার, এমনকি উন্নত দেশের অধিবাসী হওয়ারও সুযোগ ছিল। কিন্তু মাতৃভূমির মায়া তিনি কখনো ছাড়তে পারেননি। অনিল গমেজের পড়ালেখা ক'রে তথাকথিত শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ হয়নি, তবে তিনি একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি কঠোর পরিশ্রমী, সঞ্চয়ী, বিনয়ী, সৎ, ধর্মভীরু, কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী ছিলেন ব্যক্তি জীবনে বন্ধুত্বের পরিসীমা কমই ছিল। পরিবারের মানুষকে প্রয়োজনীয় কঠোর শাসন যেমন করেছেন, তেমনি ভালবাসায় মুড়িয়ে রেখেছেন। দীর্ঘ-সময় যাবৎ তিনি হৃদযন্ত্রের জটিলতার নিরসনে এবং ডায়বেটিক রোগের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। মৃত্যুর প্রায় ছয়মাস আগে থেকে বিভিন্ন কারণেই যেন জটিলতাগুলো তাকে আরোও দুর্বল করে দিয়েছিল। মৃত্যুকালীন সময়ে শরীরে অজানা অসহনীয় ব্যথা-যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। অবশেষে পুত্র যীশুর বাণীতে ভরসা রেখে, পিতার গৃহে স্থান পাওয়ার অভিলাষে, অসীমের সাথে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেন। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, ঈশ্বর তাঁর এই ভক্তসেবককে তাঁর স্বর্গধামে বরণ ক'রে নিক।

প্রার্থনায় -
স্ত্রী: রেজিনা গমেজ
বড় ছেলে ও ছেলে বৌ: অমিত জোসেফ গমেজ ও রাখি গমেজ
ছোট ছেলে: কনক ভিনসেন্ট গমেজ (ফাদার)
নাতি-নাতিন: অর্ণব ও অনন্যা গমেজ এবং আত্মীয়-পরিজন

বিজ্ঞ /১৪৫/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ১৫
৭ - ১৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৪ - ৩০ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

আহ্বানের যত্ন নিতে হয়

ঈশ্বর প্রতিনিয়ত আমাদের আহ্বান করে থাকেন। তিনি আমাদের জীবন পথের সহযাত্রী হয়ে পথ দেখান, সুপথে চলার সুমন্ত্রনা দিয়ে থাকেন। তিনি আহ্বান করেন তাঁর আনন্দময় জীবনের সঙ্গী হতে। এ আনন্দময় জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধারায় প্রবেশ করেন। কেউ পরিবার গঠনে, কেউ যাজকীয় জীবনে, কেউ উৎসর্গীকৃত ব্রতীয় জীবনে বা সমাজসেবা কল্পে একাকী জীবন–যাপন করেও ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেন। যে ধারাতেই সাড়া দিই না কেন- ঐশ আহ্বানে যথার্থভাবে সাড়াদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে এবং খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে জীবন-যাপন করার জন্যই ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর পথে চলতে আহ্বান করেন। কিন্তু আমরা পার্থিব সুখে এবং সাংসারিক কাজে এতই নিমগ্ন থাকি যে, ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে পাই না। অথবা শুনেই অবহেলায়, প্রলোভনে পড়ে অন্তর থেকে তা হারিয়ে ফেলি। তাই নিজেদের আহ্বানের ব্যাপারে সচেতন ও যত্ন নিতে হবে। আমার আহ্বান নেই অথবা ওর আহ্বান নেই- একথা বলে যেন ধর্মীয় জীবনাহ্বানকে মেরে না ফেলি।

আহ্বানের জন্য প্রার্থনা দিবস পালন করার মধ্যদিয়ে আসলে আমাদের সকলকে ধর্মীয় আহ্বান সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। এই দিনে সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয় যেন ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আরো বেশি সেবাকর্মীর অর্থাৎ পুরোহিত, ব্রতধারী/ধারিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেন আরো অনেক যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী খ্রিস্টমণ্ডলীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অনুপ্রেরণা লাভ করে ও ঐশ আহ্বান অনুধাবন করতে পারে। একই সাথে আহ্বান দিবসে সকল যাজক, ব্রতধারী/ধারিণী ও প্রার্থীদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা যেন তারা নিজ আহ্বানে বিশ্বস্ত থেকে ঈশ্বরের গৌরব করে।

জীবনের আহ্বান আবিষ্কার করা ও সেই পথে এগিয়ে চলা কঠিন কাজ। এজন্য মণ্ডলীর দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও সমন্বিতভাবে সহায়তা করতে হবে এবং উপযুক্ত পরিবেশ ও গঠন কাজ চালাতে হবে। পরিবারের সদস্যদের বিশেষভাবে মা-বাবাকে একাজে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা ধর্মীয় জীবনাহ্বান পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের বিশেষ এক উপহার। পরিবার থেকেই শিশুদেরকে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে উৎসাহিত করতে হবে। পিতামাতার ভাল ও পবিত্র জীবনযাপনের আদর্শ সন্তানদেরকে ধর্মীয় জীবনাহ্বানের দিকে চালিত করবে। আর তাই সঙ্গত কারণেই পরিবারে যাজক ও ধর্মব্রতীদের নিয়ে নেতিবাচক আলোচনা না করে ধর্মীয় জীবনের সৌন্দর্য ও সুষমা সন্তানদের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, অন্যান্য সংস্কারাদি চর্চায় বিশ্বস্ত হয়ে, ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করেও পিতামাতাগণ সন্তানদের ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের অনুপ্রেরণা দান করতে পারেন। সন্তানকে ব্রতীয় জীবনের নানাবিধ ভালো-মন্দ পরিবেশে টিকে থাকার উপযোগী করে তোলার জন্যও পরিবারের ভূমিকা অনন্য। সুখী-সুন্দর-ধর্মপ্রাণ পরিবার থেকেই নিবেদিতপ্রাণ যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ আসতে পারে। যে যাজক, ব্রতধারী/ব্রতধারিণী পরিবারকে আরো ভালভাবে সেবা দিতে পারবে।

ভবিষ্যৎ যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী তৈরীতে মা-বাবার কোন বিকল্প নেই। মা মারীয়া যেমন ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজ পুত্রকে ঐশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন, সেরূপ প্রত্যেক পিতা-মাতাই যেন তাদের সন্তানদের ঐশবাণী প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজেরা যেন জীবন চলার পথে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করেন। কারণ "জীবন সাক্ষ্য আহ্বানের চেতনাকে জাগ্রত করে।" আর যাজক, সন্ন্যাসব্রতীগণ উত্তম মেষপালকের মত পরিবারগুলোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিঃস্বার্থভাবে করে যাবেন। কেননা এই পরিবারগুলোই তো তাদের চারণভূমি। অন্যেরা যেমনি প্রার্থনা-পরামর্শ দিয়ে আহ্বান জীবনে সহায়তা করে তেমনিভাবে প্রার্থীকেও নিজ ও অপরের আহ্বান রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা ও কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশে ধর্মীয় জীবনাহ্বানে এগিয়ে আসার জন্য যুবক-যুবতীদের এখনো যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এ ধারা অব্যাহত থাকুক। কেননা বাণীপ্রচারের ক্ষেত্রও দিন দিন বিস্তৃত ও ব্যাপক হচ্ছে। ✝

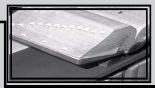

আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে; যদি না থাকত, তবে তোমাদের বলে দিতাম ; আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। -যোহন ১৪:২

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

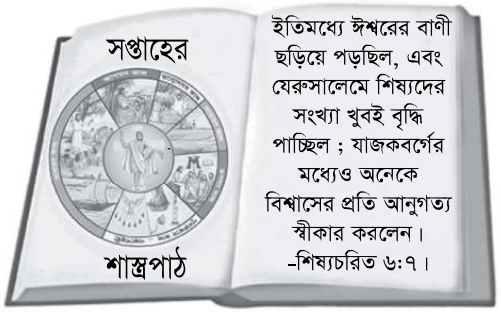

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৭ - ১৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৭ মে, রবিবার
পুনরুত্থানকালের ৫ রবিবার
শিষ্য ৬: ১-৭, সাম ৩২: ১-২, ৪-৫, ১৮-১৯, ১ পিত ২: ৪-৯, যোহন ১৪: ১-১২

৮ মে, সোমবার
শিষ্য ১৪: ৫-১৮, সাম ১১৪: ১-৪, ১৫-১৬, যোহন ১৪: ২১-২৬

৯ মে, মঙ্গলবার
শিষ্য ১৪: ১৯-২৮, সাম ১৪৪: ১০-১৩, ২১, যোহন ১৪: ২৭-৩১

১০ মে, বুধবার
আভিলার সাধু যোহন, যাজক ও আচার্য
শিষ্য ১৫: ১-৬, সাম ১২২: ১-৫, যোহন ১৫: ১-৮

১১ মে, বৃহস্পতিবার
শিষ্য ১৫: ৭-২১, সাম ৯৬: ১-৩, ১০, যোহন ১৫: ৯-১১

১২ মে, শুক্রবার
সাধু নেরেউস ও সাধু আখিলেউস, সাধু পান্‌ক্রাস
শিষ্য ১৫: ২২-৩১, সাম ৫৬: ৮-১২, যোহন ১৫: ১২-১৭

১৩ মে,শনিবার
ফাতিমা রাণী মারীয়া
শিষ্য ১৬: ১-১০, সাম ১০০: ১-৩, ৫, যোহন ১৫: ১৮-২১
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
ইসা ৬১: ৯-১১, সাম ৪৪: ১০-১১, ১৩-১৬, লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৮ মে, সোমবার
+ ২০১৬ ব্রাদার জার্লাথ ডি'সুজা সিএসসি (ঢাকা)

৯ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৯২ সিস্টার এম. মেকটিল্ডে আরএনডিএম
+ ১৯৯৭ ফাদার ওবেদিও জেরলেরো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সিস্টার মেরী ইগ্নেশিউস আরএনডিএম
+ ২০০২ ফাদার আলফন্স জেংচাম ওএমআই (ময়মনসিংহ)

১০ মে, বুধবার
+ ২০০১ ফাদার ফ্রান্সেস্কো স্পাগ্নোলো এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সিস্টার **এমিলিয়া মালতি মিনজ** সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফাদার ফিলিপ ডি' রোজারিও (বরিশাল)

১২ মে, শুক্রবার
+ ১৯৯৩ ব্রাদার ইসোদোর ফাবিউস জয়াল সিএসসি (চট্টঃ)
+ ১৯৯৯ ব্রাদার রালফ্ বার্ণার্ড বেয়ার্ড সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৫ সিস্টার **মেরী ফিলোমিনা** আরএনডিএম
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী গ্লোরিয়া পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

১৩ মে, শনিবার
+ ১৯৮৭ ব্রাদার জেমস তালারোভিচ সিএসসি (ঢাকা)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

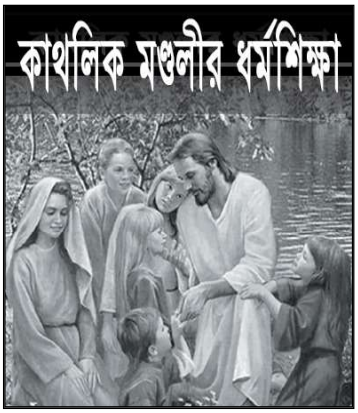

১৫০৮: পবিত্র আত্মা কাউকে কাউকে নিরাময়ের বিশেষ আত্মিক শক্তি দান করেন যাতে পুনরুত্থিত প্রভুর অনুগ্রহের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। কিন্তু, এমনকি গভীর প্রার্থনাও সকল অসুস্থতা সর্বদা নিরাময় করতে পারে না। তাই তো সাধু পলকে প্রভুর কাছ থেকে শিখতে হয়েছে যে, "আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট! আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।" এবং যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে তার অর্থ "যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

১৫০৯: "পীড়িতদের নিরাময় কর।" এই দায়িত্ব খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রভুর কাছ থেকেই পেয়েছে, আর খ্রীষ্টমণ্ডলীও চেষ্টা করে রোগীদের সেবা-যত্ন এবং তাদের জন্য অনুনয় প্রার্থনা দ্বারা এই দায়িত্ব পালন করতে। খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টের জীবনদায়ী উপস্থিতিতে বিশ্বাস করে, খ্রীষ্ট হলেন প্রাণ ও দেহের নিরাময়দাতা। এই উপস্থিতি প্রধানতঃ সংস্কারগুলোর মাধ্যমে সক্রিয় এবং অন্য সকলের মধ্যে বিশেষভাবে খ্রীষ্টপ্রসাদ, সেই রুটি যা অনন্ত জীবন দান করে তার মাধ্যমে সক্রিয়; এবং যার বিষয়ে সাধু পল বলেন যে, তা শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

১৫১০: তবে অসুস্থদের জন্য প্রৈরিতিক খ্রীষ্টমণ্ডলীর নিজস্ব ধর্মীয় রীতি আছে, যার সমর্থন পাওয়া যায় সাধু যাকোবের লেখায়, "তোমাদের মধ্যে যে রোগপীড়িত, সে মণ্ডলীর প্রবীণদের (যাজকদের) ডাকুক; এবং তারা তার গায়ে তেল মাখিয়ে দেবার পর প্রভুর নামে প্রার্থনা করুন। বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই রোগীকে ত্রাণ করবে; প্রভু তাকে সুস্থ করে তুলবেন; আর সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তার সেই পাপের মোচন হবে"। খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষাপরম্পরা এই রীতির মধ্যে সপ্ত সংস্কারের একটির সন্ধান পেয়েছে।

১৫১১: খ্রীষ্টমণ্ডলী বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, সাতটি সংস্কারের মধ্যে একটি সংস্কার, অসুস্থতায় যারা পরীক্ষিত হয়, তাদের শক্তি দেবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সম্পাদিত, যাকে বলা হয় রোগীলেপন।

রোগীদের এই পুণ্য লেপন নবসন্ধির সত্য ও সঠিক সংস্কার রূপে আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ মার্ক পরোক্ষভাবে এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন, তবে বিশ্বাসীদের কাছে তা সুপারিশ করা হয়েছে ও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে প্রেরিতশিষ্য ও প্রভুর ভাই যাকোবের দ্বারা ।

১৫১২: প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের ঔপাসনিক ঐতিহ্যে পবিত্র তেলের দ্বারা রোগীদের লেপন প্রথার সাক্ষ্য আমরা পাই। বহু শতাব্দী ধরে রোগীদের তেল-লেপন দেওয়া হত শুধুমাত্র তাদেরকেই যারা মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল। এই কারণেই সংস্কারটি 'অন্তিম লেপন্' নাম পেয়েছে। এই ক্রমঃবিবর্তন সত্ত্বেও, উপাসনা-অনুষ্ঠান, প্রভুর কাছে সর্বদা অনুনয় করতে কখনও ক্ষান্ত হয়নি, যাতে রোগী সুস্থ হয়, অবশ্য সেই সুস্থতা যদি তার পরিত্রাণের সহায়তা করে।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

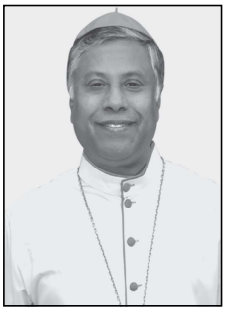

৬ মে, ২০০৫ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। - *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

ফাদার থিওফিল মানখিন

পুনরুত্থান কালের চতুর্থ রবিবার

৩০ এপ্রিল ২০২৩

১ম পাঠ : শিষ্য ২: ৩৬-৪১
২য় পাঠ : ১ পিত ২: ২০খ-২৫
মঙ্গলসমাচার : যোহন ১০: ১-১০

ঈশ্বর ভালোবাসার উৎস। ভালোবাসার সুবাদেই ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর আমরা দাবিও করে থাকি যে আমরা সৃষ্টির সেরা জীব। এখন কথা হলো যে আমরা সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও অনেক সময় সেরা কিছু করতে পারি না। হয়তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমরা পারিবারিক ভাবে, সামাজিক ভাবে ও রাজনৈতিক ভাবে সেরা কিছু হওয়ার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে আমরা অনেক সময় সেরা হওয়ার জন্য খুব একটা চেষ্টা করি না। যার জন্য মানুষের জীবনে হিংসা, রেষারেষী, কলহ বিবাদ, লোভ লালসা, অন্যায্যতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যা, হানাহানি অর্থাৎ যা অমঙ্গল তাই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মানুষের মাঝে তখন ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বর-ভক্তি বা ঈশ্বর ভীতি দিন দিন লোপ পেতে শুরু করে। মানুষ আলোর পথের চেয়ে অন্ধকারের পথটাই বেছে নেয়।

পাপের পথে মানুষের বিচরণ অনেক আগে থেকেই। ঈশ্বর চাননি বংশানুক্রমে মানুষ পাপের পথেই এগিয়ে চলুক। তাই তিনি পাপের পথ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবক্তাকে পাঠিয়েছেন। আর অবশেষে তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুখ্রিস্টকে পাঠিয়েছেন। যিশু আসলেন কিন্তু তাঁর আপন জনেরাই তাঁকে বিশ্বাস করলেন না। যিশু এত অলৌকিক কাজ করেছেন যা আগে কেউ কখনো করেনি। কিন্তু তার পরও ইহুদি সমাজের নেতৃত্বদানকারী শাস্ত্রী ফরিশীরা যিশুকে বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করেনি। আর তাদের জন্যই ঈশ্বরভক্ত মানুষেরা ছন্নছাড়া, যেন পালক বিহীন মেষের মতো।

যিশু তাই এই ফরিশীদের ধিক্কার দিতে গিয়ে আজকের এই মঙ্গলসমাচারে নিজেকে 'উত্তম মেষপালক' এবং ঘেরির 'দরজা' হিসাবে প্রকাশ করেছেন। একটি বিষয় আমরা দেখি যে, যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারে যিশু "আমি" এই বাক্যাংশটি কয়েকবার ব্যবহার করেছেন। যেমন;

- "আমিই সেই জীবন রুটি" (যোহন: ৬: ৩৫, ৪১, ৪৮); অর্থাৎ রুটি যেমন আমাদের শরীরকে টিকিয়ে রাখে তেমনি খ্রিস্ট আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করেন।
- "আমি জগতের আলো" *(যোহন: ৮: ১২)*; এখানে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া জগতের কাছে খ্রিস্ট নিজেকে একজন পথপ্রদর্শক হিসাবে উপস্থাপন করেন।
- "আমি ঘেরির সেই দরজা" *(যোহন: ১০:৭, ৯)*; যিশু তাঁর অনুসারীদের রক্ষা করেন যেমন রাখালেরা তাদের মেষপালকে বন্য শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ, যারা এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে তারা পরিত্রাণ পাবে। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র পথ।
- "আমি উত্তম মেষপালক" *(যোহন: ১০:১১, ১৪)*; যিশু আমাদের যত্ন নিতে এবং আমাদের প্রতি নজর রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।
- "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন" *(যোহন: ১১:২৫)*; অর্থাৎ যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে তাদের অনন্ত জীবন রয়েছে।
- "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন" *(যোহন: ১৪:৬)*; যিশুই ঈশ্বর সম্পর্কে সর্ব সত্য ও জ্ঞানের উৎস।
- "আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা" *(যোহন: ১৫:১,৫)*; যিশুর সাথে নিজেদেরকে সংযুক্ত রেখে আমরা অনন্ত জীবনের পথ খুঁজে পাই।

আজকের মঙ্গলসমাচারে আলোকপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, যিশু আমাদের জন্য কয়েকটা বিষয় খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন; মেষপালক, মেষপাল, কণ্ঠস্বর, ঘেরির দরজা ও দস্যু। এখানে মেষপালক বলতে যিশুকে, মেষপাল বলতে ইসরায়েল জাতিকে, ঘেরির দরজা বলতে যিশুকে এবং দস্যু বলতে শাস্ত্রী ও ফরিসীদের বোঝানো হয়েছে। আর উত্তম মেষপালকের কণ্ঠস্বর মেষপালকেরা বুঝতে পারে এবং সেইমতো তাঁকে অনুসরণও করে থাকে।

যিশুর আগে যারা এসেছেন বিশেষ করে শাস্ত্রী ফরিসীরা, তারা তাদের মতো করে ইসরায়েল জাতিকে ভুল পথে পরিচালনা করেছেন। সেজন্য যিশু উত্তম মেষপালকের কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রথমত, উত্তম মেষপালকের সাথে মেষপালের একটা যোগসূত্রের সূচনা ঘটে। এখানে মেষপাল তাদের মেষপালকের কণ্ঠস্বর আয়ত্ব করে ফেলে। যার জন্য যখনই তারা মেষপালকের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় তখনই তারা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে তাঁর কাছে ছুটে আসতে পারে। আর মেষপালক তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এমন অভিজ্ঞতা আমরাও আমাদের জীবন চলার পথে করে থাকি। আমরা চোখে না দেখেও আমাদের প্রিয়জনদের কণ্ঠস্বর শুনেই বলে দিতে পারি যে আমি/আমরা কার সাথে কথা বলছি বা ব্যক্তিটি কে। আমরা জানি আমাদের প্রিয়জনদের পরিচয় এবং তাদের ভালোলাগা আর না লাগা। তেমনি ভাবে যিশু যদি আমাদের পালক হন আমরা যদি তাঁর মেষ হই তবে আমাদের মাঝে একটা আধ্যাত্মিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। আর আমরা বুঝতে পারি যে, যিশুই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সেই উত্তম পালক এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর অনুসরণ করার মাঝেই আমাদের পরিত্রাণ।

যিশুর কণ্ঠস্বরের কয়েকটা দিক আমরা এখানে দেখতে পাই। যেমন;

- যিশুর কণ্ঠস্বর আমাদের সামনের দিকে নিয়ে যায়। যিশু উত্তম মেষপালক হিসাবে পথ প্রস্তুত করার জন্য আমাদের আগে আগে পথ চলেন। আর পরিষ্কার ও নিরাপদ পথ নিশ্চিত করেই আমাদেরকে সামনের দিকে পরিচালনা করেন যেন আমরা কোন ভাবে কারো দ্বারা আঘাত কিংবা কষ্ট না পাই।
- যিশুর কণ্ঠস্বর আমাদের প্রকৃত পথ দেখায়। আমরা যখন প্রার্থনা ও আরাধনার মাধ্যমে আমাদের হৃদয় মন প্রস্তুত করি তখন আমরা যিশুর কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ ভাবে ও স্পষ্ট ভাবে শুনতে পাই। আর আমরা ঈশ্বরের দিকে যাত্রা করতে সক্ষম হই।
- যিশুর কণ্ঠস্বর আমাদের রক্ষা করে। এটা সবারই জানা বিষয় যে, যারা প্রকৃত রাখাল তারা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের মেষপালকে রক্ষা করে। বাস্তব চিত্র আলোকপাত করলে আমরা দেখি যে, যখন কারো বাড়ির গোয়াল ঘরের দরজা মজবুত হয় তখন ঘরের মালিক নিশ্চিন্তে থাকে। কিন্তু যদি এলাকায় চোরের উৎপাত থাকে তবে মালিক গোয়াল ঘরের দরজার পাশে বিছানা করে পাহাড়া দিয়ে থাকে যাতে সে তার গবাদি পশুদের রক্ষা করতে পারে।

যিশু বলেছেন আমিই ঘেরির সেই দরজা। প্রকৃত অর্থে যিশু সত্যিই মজবুত দরজা। আর আমরা হলাম সেই ঘেরির মেষ। তিনি আমাদেরকে দস্যু বা চোরের আক্রমণ থেকে সর্বদা রক্ষা করেন। আমরা দেখি যে, মেষপালক, মেষপাল, কণ্ঠস্বর, ঘেরির দরজা ও দস্যু এই সমস্ত রূপকের মাধ্যমে যিশু কে এবং আমরা কে আর তাঁর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক তা প্রকাশিত হয়েছে। যিশু তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের রক্ষা করার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকেন। তিনি যে প্রকৃত, বিশ্বস্ত, নম্র, উদার, শান্তিকামী, ভালোবাসা ও ন্যায্যতার নেতা তা আমরা আজকের পাঠ ধ্যান করলে উপলব্ধি করতে পারি। তিনি মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের অনন্ত জীবনের পথ দেখিয়েছেন।

এই বর্তমান যুগে আমরা শত মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। কিন্তু কোন কণ্ঠস্বর আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাবে তা আমাদের বোঝা প্রয়োজন। যে কণ্ঠস্বর আমাদের বিপদের দিকে নিয়ে যায় সেই কণ্ঠস্বর থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। তাই আত্মার মুক্তির জন্য প্রভু যিশুর অনুসরণ করে জীবনে মঙ্গলময় কাজ ও শান্তি স্থাপন করে যাওয়া উচিত। যিশুই আমাদের একমাত্র পালক এবং তিনিই আমাদের পরিচালক সেটা যেন আমরা জীবন চলার পথে উপলব্ধি করতে পারি। যিশুই হোক আমাদের মুক্তি পথের একমাত্র কণ্ঠস্বর। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারি। তবেই আমরা যিশুর যথাযথ অনুসারী হিসাবে বিশ্বাস বিস্তারের কাজ চালিয়ে যেতে পারব। ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন॥

বিশ্ব আহ্বান দিবস ২০২৩ উপলক্ষে পিএমএস জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে ভাইবোনেরা,

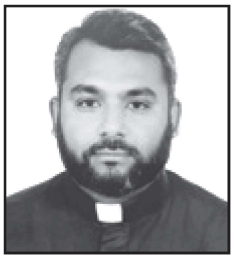

পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ্ বাংলাদেশ-এর জাতীয় অফিসের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই পাস্কা পর্বের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। ৩০ এপ্রিল ২০২৩ (পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবার) বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে ৬০তম বিশ্ব আহ্বান দিবস। এই দিনে সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয় যেন ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আরো বেশি সেবাকর্মীর (পুরোহিত, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেন আরো অনেক যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী খ্রিস্টমণ্ডলীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং ঐশ-আহ্বান অনুধাবন করতে পারে। আমাদের দেশে এই দিনটি 'বিশ্ব আহ্বান দিবস' হিসেবে পরিচিত, তবে এই দিনটির আসল পরিচয় হলো: 'আহ্বানের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস' (World Day of Prayer for Vocation)। প্রকৃত পক্ষে প্রভু যিশুখ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'ফসল প্রচুর কিন্তু মজুর অল্প; তাই তোমরা ফসলের মালিককে মিনতি জানাও যেন তিনি তাঁর ফসল তোলার জন্যে কর্মীদের প্রেরণ করেন" (*মথি ৯:৩৭*) – এই দিনটি প্রভু যিশুর সেই নির্দেশ বাস্তবায়নেরই একটি বাস্তব চিত্র।

এ বছর বিশ্ব আহ্বান দিবসের মূলভাব হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছি : 'সিনডীয় মণ্ডলীর বাস্তবায়নে খ্রিস্টীয় আহ্বান'। একজন পুরোহিত/ব্রতধারি/ব্রতধারিণী যে কোন ধর্মপ্রদেশ কিংবা ধর্মসংঘের অধীনস্থই হোন না কেন– তিনি কিন্তু কেবল নিজ সংঘের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকতে আহূত নন। তার সেই আহ্বান গোটা মণ্ডলীরই জন্যে। নিজ নিজ ধর্মসংঘের ক্যারিজমগুলো অর্থাৎ ঐশ-শক্তিতে পূর্ণ গুণাবলীকে কাজে লাগিয়ে তিনি কিন্তু খ্রিস্টের পূর্ণাঙ্গ দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীকে গড়ে তুলতেই আহূত। আহ্বান জীবনে সকলেই মণ্ডলীর সেবক হয়ে ওঠেন যারা তাদের জীবন, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কঠোর পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে মণ্ডলীতে বিভিন্ন আঙ্গিকে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যান। আর এভাবেই ঘটে চলে সিনডীয় মণ্ডলীর বাস্তবায়ন। এ বছর প্রকাশিত বিশ্ব আহ্বান দিবসের পোস্টারের সেই বিষয়টিই চিত্রিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে; অর্থাৎ পবিত্র আত্মার দ্বারা সকলের একাত্মতা ও সিনডীয় মণ্ডলীর বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা এক হতে আহূত, একসাথে পথ চলতে আহূত। 'আমরা যেন মোজাইক শিল্পকর্মের একেকটি টাইল্সের মতো। প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে সুন্দর, কিন্তু যখন তাদের একসাথে রাখা হয়, কেবল তখনই সেগুলি গোটা একটি চিত্র হয়ে ওঠে। ... এটাই হলো মণ্ডলীর রহস্য : আমাদের মধ্যে বিভিন্নতার সহাবস্থান সত্ত্বেও মণ্ডলী হলো তেমন এক চিহ্ন ও মাধ্যম যার জন্যে গোটা মানব জাতি আহূত। সেই কারণেই খ্রিস্টমণ্ডলীকে আরো বেশি সিনডীয় হয়ে উঠতে হবে– যে বৈচিত্র্যের মাঝে সম্প্রীতি নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে পথ চলতে সক্ষম, যেখানে প্রত্যেকেই স্বক্রীয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং যেখানে প্রত্যেকেই কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারে।'

আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবারের খ্রিস্টযাগে আমরা সাধারণত উত্তম মেষপালক বিষয়ক মঙ্গলসমাচার শুনে থাকি। তাই বিশ্ব আহ্বান দিবসের পাশাপাশি এই দিনটিতে পালিত হয় উত্তম মেষপালক প্রভু যিশুর পর্ব। এই দিনে প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ও সেই ধর্মপ্রদেশে কর্মরত সকল পুরোহিত বিশেষত যারা বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পালক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করা হয় যেন উত্তম মেষপালক যিশুর আদর্শে ঐশ জনগণের সেবায় তারা জীবন উৎসর্গ করতে পারেন এবং প্রভু যেন মণ্ডলীতে আরো অনেক উত্তম পালক দান করেন যাদের মধ্যদিয়ে প্রভুর পরিত্রাণদায়ী কাজ অব্যাহত থাকবে মণ্ডলীর অঙ্গণে।

প্রতি রবিবারের মতো আহ্বান দিবসের রবিবার দিনও আমরা খ্রিস্টযাগে যোগদান ও প্রার্থনা করার পাশাপাশি গির্জায় আমাদের কৃতজ্ঞতার দান দিয়ে থাকি। এই দানকর্ম আমাদের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশনারী কাজে ও প্রভুর রাজ্য বিস্তারে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। মঙ্গলসমাচার বাণী প্রচার ও ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের এরূপ দানশীলতার নিদর্শন পবিত্র বাইবেলেই পাওয়া যায়। প্রেরিতশিষ্য সাধু পলের মধ্যদিয়ে আমরা জানতে পারি যে মাসেডনীয় ও করিন্থীয় মণ্ডলীগুলিতে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নিঃস্বার্থ দান সকল প্রতিকূল অবস্থায় খ্রিস্টমণ্ডলীকে আরো সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে (*২ করি ৮*)। সাধু পল বলেন: 'পাওয়ার চাইতে দেওয়ার মধ্যেই আনন্দ বেশি' (*প্রেরিত ২০:৩৫*)। তাই এই আহ্বান দিবসেও যেন পবিত্র আত্মার ফল ভালবাসা ও উদারতার পরিচয় আমরা তুলে ধরতে পারি নিঃস্বার্থ দানের মধ্যদিয়ে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আমাদের দেশে বিশ্ব আহ্বান রবিবারে উত্তোলিত সমস্ত দান পাল-পুরোহিতগণ নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশের বিশপের হাতে তুলে দিতে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। পরে বিশপগণ তা পিএমএস জাতীয় অফিসে প্রেরণ করেন। জাতীয় অফিস সেটি রোমে অবস্থিত পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজের অন্তর্ভূক্ত **সাধু পিতরের সংস্থায়** প্রেরণ করে যা দিয়ে একটি বিশ্বজনীন সংহতি তহবিল (universal solidarity fund) গঠিত হয়। আর সেই সংস্থার তহবিল থেকেই বিশ্বের অভাবী দেশগুলোতে অবস্থিত সেমিনারী, নভিশিয়েট, গঠণগৃহগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়; বিভিন্ন গঠনগৃহে প্রশিক্ষণরত যুবক-যুবতীদের সার্বিক সুষ্ঠু গঠনে সাহায্য করা হয়; নতুন নতুন গঠনগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে সেখানে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়; এমনকি গঠনদাতাদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষার জন্যেও সাহায্য করা হয়। আর এর পেছনে উদ্দেশ্য হলো প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আরো বেশি কর্মী লাভ করা যাদের মধ্য দিয়ে মঙ্গলসমাচার প্রচার ও ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার সফল হবে।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সেই সমস্ত পিতামাতা, পাল-পুরোহিত, ব্রাদার-সিস্টার, কাটেখিস্ট এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যারা তাদের জীবনাদর্শ দিয়ে যুবক-যুবতিদের উদ্বুদ্ধ করছেন পুরোহিত কিংবা ব্রতধারি-ব্রতধারিনীর জীবন-পথ বেছে নেওয়ার জন্য, ভাবী মিশনারী ও প্রেরণকর্মী হয়ে ওঠার জন্য। কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি সকল গঠনদাতা-গঠনদাত্রীকে যারা কঠোর পরিশ্রম ক'রে মণ্ডলীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য ভাবী কর্মী তৈরি করে যাচ্ছেন। সেই সাথে বিগত বছরে আপনাদের সকলের আন্তরিক প্রার্থনা ও উদার দানের জন্য পোপীয় দপ্তরের সাধু পিতরের সংস্থার পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আপনাদের জ্ঞাতার্থে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের সাধু পিতরের সংস্থার জন্য আপনাদের দান সংগ্রহের পরিমাণ নিম্নে ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক প্রদান করা হল:

ধর্মপ্রদেশ	দানের পরিমাণ
ঢাকা	২,০৭,৪৪১
চট্টগ্রাম	২২,১৮৫
দিনাজপুর	২০,০০০
খুলনা	২৪,০৭৫
ময়মনসিং	৪১,২৯০
রাজশাহী	৫৭,৩৮৯
সিলেট	১৫,৭০০
বরিশাল	২১,৭০০
মোট	**৪০৯,৭৮০**

কথায়: চার লক্ষ নয় হাজার সাতশত আশি টাকা মাত্র।

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণকর্মী বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে সুসমাচার প্রচার ও ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য আপনাদের এই উদার প্রার্থনা, ত্যাগ-স্বীকার ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশ্ব আহ্বান দিবস ২০২৩ পালন সার্থক ও সুন্দর হোক – সেই প্রত্যাশা করি।

খ্রিস্টতে,
ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ
জাতীয় পরিচালক, পিএমএস বাংলাদেশ।

ঈশ্বরের অনন্য দান, যাজকীয় জীবনাহ্বান

যাজকীয় জীবন হল একটি আহ্বান। পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বর ও মানুষের সেবার জন্য প্রবক্তাদের মনোনীত করা হত। একজন যাজকও ঈশ্বর ও মানুষের সেবার জন্যই মনোনীত ও অভিষিক্ত জন। একজন যাজক মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত ও অভিষিক্ত হন। ঈশ্বর ভালোবেসে কাউকে কাউকে এ অনন্য দানে ভূষিত করতে চান। ব্যক্তি যখন ইতিবাচকভাবে সাড়া দেয় তখনই সে দান পূর্ণতা পান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এখনও বাংলাদেশে এখনও অনেকে যাজকীয় ব্রতীয় জীবনে এগিয়ে আসছে। বিগত দুবছরের অভিষেক গ্রহণকারী যাজকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অনুভূতি নিয়ে প্রতিবেদনটি সাজিয়েছে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পিটার ডেভিড পালমা, শুভ পাস্কাল পেরেরা।

ফাদার নিপুন নিকোলাস দফো

সাধু জর্জের ধর্মপল্লী , মরিয়ম নগর, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ

ফাদার নিপুন নিকোলাস দফো ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের, ৩ মার্চ শেরপুর ঝিনাইগাতী এর মরিয়মনগর সাধু জর্জের ধর্মপল্লীর চরশ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় নসেন্দ্র চিসিম ও সুশিলা শিশিলিয়া দফোর সন্তান। ছয় ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি অষ্টম। ফাদার নিপুন নিকোলাস দফো ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে কর্পোস খ্রীষ্টি উচ্চ বিদ্যালয় জলছত্র থেকে এসএসসি পাশ করেন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আলমগীর মনসুর মিন্টু মেমোরিয়াল কলেজ, ময়মনসিংহ থেকে তিনি এইচএসসি পাশ করেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে নটর ডেম কলেজ, ঢাকা থেকে ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। পরে ২০১৪ এর আগস্ট থেকে ২০২১ এর মে পর্যন্ত পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা দর্শন ও ঐশতত্ত্ব পড়াশোনা করেন। এক বছরের পালকীয় সেবা দেবার জন্য ১৬ জুন, ২০১৭ থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের ধর্মপল্লী, ধাইরপাড়া, ধোবাউড়া অবস্থান করেন।

বিগত জানুয়ারি ৬, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার সময় সাধু জর্জের ধর্মপল্লী, মরিয়ম নগর মিশনে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি সহ ডিকন নিপুনকে নাচ-গান-ফুল ও পা ধুয়ে বরণ করেন ফাদার, সিস্টার ও স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ। সন্ধ্যা ৫টায় থক্কা অনুষ্ঠান শুরু হয়। থক্কায় সঞ্চালনা করেন ফাদার বিজন কুবি। সন্ধ্যা ৬ টার সময় পবিত্র আরাধনা অনুষ্ঠান। অতঃপর ৭:৩০ মিনিটে সান্ধ্য ভোজ। জানুয়ারি ৭, রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় অভিষেকের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। পৌরহিত্য করেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেসের ধর্মপাল বিশপ পনের পল কুবি সিএসসি, সাথে ছিলেন ফাদার শিমন হাচ্ছা ভিকার জেনারেল ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ, ফাদার বিপুল দাস সিএসসি, পাল-পুরোহিত মরিয়ম নগর ধর্মপল্লী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ২৭ যাজক, ৩ জন ডিকন, সিস্টারগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ খ্রিস্টযাগের পরপরই নব অভিষিক্ত যাজককে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেয়া হয়। জানুয়ারি ৮, নিজ বাড়ী চরশ্রীপুর গ্রামে সকাল ১০ টায় ধন্যবাদের পবিত্র খ্রিস্টযাগ হয়। খ্রিস্টযাগে বাণী সহভাগিতা করেন ফাদার বাইলেন চাম্বুগং, চ্যান্সেলর ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ। অতপর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে ধর্মীয় ভাবগাম্বীর্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নবঅভিষিক্ত যাজক নিপুন নিকোলাস দফো তার অনুভূতি সহভাগিতা করতে গিয়ে বলেন, অনেক বছর পর যদি কারো কোন স্বপ্ন পূরণ হয়, তা অবশ্যই খুবই আনন্দের। আমারও স্বপ্ন ছিল আমি একজন যাজক হবো। এই যাজক হওয়ার জন্য অনেক বছর গভীর ধ্যান সাধনা, অধ্যাবসায়, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, পাওয়া না পাওয়ার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছি। নিজেকে সংযত রেখে পথ হেঁটেছি। আজ যাজক হওয়ার মধ্যদিয়ে আমার অনেক বছরের প্রতিক্ষা, প্রতিজ্ঞা ও স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে আমি পুরানো আমিকে বাদ দিয়ে নতুন আমি "একজন যাজক" হিসাবে নতুন জীবন শুরু করছি। আজকের এই দিনটি সত্যিই আমার জীবনের জন্য বিশেষ একটি দিন। বলা যায় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম, আনন্দের, স্মৃতিময়, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার দিন। এই দিনে আমার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত ও বিমোহিত হয়ে প্রাপ্তির সমস্ত কিছুর জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের দিন। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়, "ভালবাসা ভালবাসে শুধুই তাকে, ভালবেসে ভালবাসা বেঁধে যে রাখে।" আজকের দিনে সত্যিই আমার অনুভূতিকে আমি আমার এই সীমাবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। শুধু তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবে প্রথমেই বলতে হয় পবিত্র আত্মা স্বয়ং ঈশ্বরই আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছেন। তারই সুমন্ত্রণায় আমার পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাতে চাই যার মধ্যদিয়ে সেমিনারীতে আসার সুযোগ পেয়েছি প্রয়াত ফাদার আলেক্স রাবানল সিএসসি, ফাদার সঞ্জয় চিসিম, সিস্টার রুবি চিসিম এসএমএমআই, সিস্টার হিমা স্রং এসএমআরএ, আমার খেলার সাথী সুবল হাজং তার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। রেখা দিদি, প্রাইমারী শিক্ষক গিতা হাজং ও আলবার্ট চিসিম। তা ছাড়াও আরও অনেকেই রয়েছে যাদের নাম উল্লেখ করিনি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে তাদের প্রার্থনা, ভালবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে আমাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন। তাই এই ক্ষণে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার যাজকীয় জীবনকে আমি দেখি একটি তীর্থযাত্রা হিসাবে। যে যাত্রায় থাকবে আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, আত্মদান, ভালবাসা ও যাজকীয় সংস্কারীয় সেবা। সর্বোপরি যীশুর অনুসারী হিসাবে আমি যেন খ্রিস্টের সাক্ষ্য সবার মাঝে বহন করে যেতে পারি। সবার প্রার্থনা, সমর্থন ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি।

ফাদার মানুয়েল মার্ক চাম্বুগং

বালুচড়া ধর্মপল্লী, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ

ফাদার মানুয়েল চাম্বুগং ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বালুচড়া ধর্মপল্লীর চেগ্নী গ্রামের সন্তান। তিনি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মিলি রিছিল এবং মাতার নাম মিনু চাম্বুগং। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে ফাদার মানুয়েল চাম্বুগং দ্বিতীয়। তিনি

বাম থেকে ফাদারগণ যথাক্রমে সামুয়েল পাথাং, ইউজিন নকরেক, ডেনিস দারু, মানুয়েল চাম্বুগং, তপন ম্রং

তার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন চেগ্নী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পরে তিনি সেক্রেড হার্ট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি সেন্ট পল্‌স সেমিনারীতে যোগদান করেন এবং ২০১০ আলমগীর মিন্টু মেমোরিয়াল কলেজ থেকে এইচএসসি শেষ করেন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকার নটর ডেম কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করেন এবং ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ফিলোসফি ও থিয়োলজি অধ্যয়ন শেষ করেন।

গত ২৭ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মানুয়েল মার্ক চাম্বুগং-এর যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি নেত্রকোণার বালুচড়া ধর্মপল্লীতে সকাল ১০টায় শুরু হয়। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল পনেন পল কুবি সিএসসি ডিকন মানুয়েল চাম্বুগংকে যাজকরূপে অভিষিক্ত করেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের পর নব অভিষিক্ত যাজক মানুয়েল মার্ক চাম্বুগংকে ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫০ জন যাজক, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ ও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী এবং খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

২৮ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে নব অভিষিক্ত যাজক মানুয়েল মার্ক চাম্বুগং-এর নিজ বাড়ি, চেগ্নীতে ধন্যবাদ খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে নব অভিষিক্ত যাজক মানুয়েল পৌরহিত্য করেন। উক্ত খ্রিস্টযাগে বাণী সহভাগিতা করেন ফাদার জয়ন্ত জুলিয়ান রাকসাম। খ্রিস্টযাগ শেষে নব অভিষিক্ত যাজক মানুয়েল সহ আরও পাঁচজন নব অভিষিক্ত যাজককে মান্দি কৃষ্টি অনুসারে সর্বোচ্চ সম্মানের স্বীকৃতিস্বরূপ খুতুপ পড়িয়ে সংবর্ধনা দেয়া হয়। উক্ত ধন্যবাদ খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানে ৩৩ জন যাজক, কিছু সংখ্যক সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ এবং প্রায় ১,৫০০ জন খ্রিস্টভক্ত এবং আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন।

ফাদার মানুয়েল বলেন, যাজক হবার অনুভূতি অসাধারণ যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তবে, যাজকত্ববরণের মধ্যদিয়ে ঐশ ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আসলে, সেদিন খুবই আনন্দিত ছিলাম একারণেই যে, আমি একদিনে যাজক হয়ে উঠিনি; সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধ্যান-সাধনা, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট, বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছি। অর্থাৎ যাজক হওয়ার যে ইচ্ছা বা স্বপ্ন এতো বছর অন্তরে লালন করেছি তা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পেরে আমি অত্যন্ত উল্লসিত। সেইসাথে ঈশ্বর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, যার আশীর্বাদ ও কৃপায় আমি এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। একইসাথে, যারা প্রার্থনা, অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। যাপিত জীবনে ঘটিত ঘটনাগুলো থেকে পাওয়া শিক্ষাই আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যাজকীয় জীবনে আসার পেছনে অনেক মানুষের অবদান ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। অন্যদিকে, ছোটবেলা থেকেই মা'কে ধর্মীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও চর্চা দেখে শেখা ও অনুপ্রাণিত হওয়া। ছোটবেলায় হাই স্কুলে পড়াকালীন এক দাদু আমার মধ্যে যাজক হবার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। বাবারও বিশ্বাস ছিলো যে, আমার মধ্যে সেই গুণাবলী ও দক্ষতা আছে এবং সেমিনারীতে গিয়ে ভালো কিছু করতে পারবো। বাবার কথাটি সর্বদাই অনুপ্রাণিত করতো আমাকে, সেই সাথে মসৃণ করেছে আমার পথচলাকে। আমার পরিবারের ত্যাগ, সম্মিলিত প্রার্থনা এবং ভালোবাসার জোরেই আমি আজ যাজক হতে পেরেছি। এছাড়াও, অনেকের আশীর্বাদ, পরিচালকদের উপদেশ, প্রার্থনা আমার আহ্বান প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখতে সহায়ক ছিলো। ফাদার শিপন রিবেরু আমাকে উপদেশে বলেছিলেন; "দেখো, মানুয়েল, তোমার মধ্যে আহ্বান আছে; ঈশ্বরের এই আহ্বানকে নষ্ট করো না। এসকল ব্যক্তিরাই আমার জীবনে প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে, আমার দেহ, মনকে বিশুদ্ধ রেখে আত্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জীবনাহ্বানকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণের সুযোগ পেয়েছি।

ফাদার ডেনিশ বেনেডিক্ট দারু
ফাদার ইউজিন ইব্রীয় নকরেক
পীরগাছা ধর্মপল্লী, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ

৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ডিকন ডেনিশ দারু ও ডিকন ইউজিন নকরেককে বিকাল ৩টায় পা ধুয়ানো, খুতুপ ও উত্তরীয় পরানো ও মান্দি কীর্তন এর মাধ্যমে পীরগাছা সাধু পৌলের ধর্মপল্লীতে গ্রহণ ও বরণ করা হয় । বিকাল ৪টায় আশীর্বাদ ও থক্কা অনুষ্ঠান হয়। আশীর্বাদ ও থক্কা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফাদার তরুণ বনোয়ারী ও ফাদার তিতুস মৃ। শ্রদ্ধেয় বিশপ পনেন কুবি সিএসসি, ৪৩ জন ফাদার ও ২৪ সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণও উপস্থিত ছিলেন। ডিকন ডেনিশ দারু ও ডিকন ইউজিন নকরেক-এর মঙ্গল কামনায় সন্ধ্যা ৬টায় ভাবগম্ভীর্যের সাথে মহাসমারোহে পবিত্র আরাধনা হয়।

৬ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৯:৩০মিনিট-এ যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান মহাসমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানের খ্রিস্টযাগে ৫০ জন পুরোহিত, সিস্টারগণ ও বিশ্বাসীভক্তও উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পরেই মিশন প্রঙ্গণে নব অভিষিক্ত যাজকদ্বয়কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে যাজকীয় অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

৭ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১০টায় নিজ গ্রাম নালিখালীতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পবিত্র খ্রিস্টযাগ হয়। খ্রিস্টযাগের পরেই নব অভিষিক্ত যাজককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে যাজকীয় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

ফাদার ডেনিশ বেনেডিক্ট দারু যাজক হওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে

বলেন, আমার যাজক হওয়ার অনুভূতিটা এক কথায় যদি বলতে যাই তাহলে বলবো যে, অনুভূতিটা শুধুই নির্মল আনন্দের। আর এই নির্মল আনন্দের অনুভূতিটা কোন শব্দ, বাক্য বা ভাষায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ ১৫ বছর আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ধ্যান সাধনা ও গঠন জীবন শেষ করে আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও প্রসাদ পেয়ে তাঁর অনুগামী যাজক হয়েছি। গভীর বিশ্বাস ছিল, আমি যাজক হবো কিন্তু অবাক লাগছে এই ভেবে যে, আমি আজ একজন অভিষিক্ত যাজক। কেননা আমি যে দুর্বল এবং বুঝতে ধীর। আমার মানবসুলভ অনেক দুর্বলতা অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রভু পরমেশ্বর আমাকে তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য মনোনিত করেছেন এবং ঈশ্বর আমাকে ভালবেসে তাঁর পুত্র মহাযাজক খ্রিস্টের যাজকত্ব উপহারস্বরূপ দান করেছেন। সেজন্য তাঁকে মন-প্রাণ ভরে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিবারের সম্মতি ছাড়াই আমি যখন সেমিনারীতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিই ও মায়ের আশীর্বাদ নিতে যাই; তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে মা আমাকে যা বলেছিলেন তা এখনও স্পষ্ট আমার কানে ভেসে আসে, তা হলো: "মনে রাখবে আজকে থেকে তুমি শুধু এই বাড়িরই সদস্য নও কিন্তু সবার, এখন থেকে তুমি শুধু আমারই সন্তান নও কিন্তু সকলেরই, তুমি এই বাড়িতে আসবে শুধু একজন অতিথি হয়ে কিন্তু পরিবারের সদস্য হয়ে নয়।" মায়ের কাছ থেকে এসব কথা শুনে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম এবং রাস্তায় যেতে যেতে একটি কথাই শুধু মনে হয়েছিল, মা কি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলো, ত্যাজ্যপুত্র করলো, আমার ইচ্ছাপুরণ করতে গিয়ে আমি কি মাকে অনেক কষ্ট দিয়ে ফেললাম। এ ধরনের উল্টো-পাল্টা চিন্তা করতে করতে ১৭ জানুয়ারি, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সাধু পৌলের মাইনর সেমিনারীতে পৌঁছলাম। সেসময় আমার মায়ের কথার গভীরতা বুঝতে পারিনি, তাই হয়তো আবোল-তাবোল ভেবেছিলাম কিন্তু এখন সেকথাগুলোর গভীর অর্থগুলো বুঝতে পারছি আর মনে হচ্ছে, মা যেন আমার এই যাজকীয় অনুষ্ঠান ও দিনটিকেই উদ্দেশ্য করেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তার সে বাক্য থেকেই আমি অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা পাই অবিরাম এবং শত দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, সফলতা-ব্যর্থতা, মানসিক চাপের মধ্যেও আমি সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাই। আমার যাজকীয় জীবনে আগামী দিনগুলোতে প্রার্থনায় বিশ্বস্ত ও একাগ্রতা এবং ধর্মে-কর্মে পূর্ণ নিবেদিত একজন মানুষ হিসেবে দেখতে বদ্ধ পরিকর। সকল আত্মার মুক্তি সাধনে সাক্রামেন্ত ও সাক্রামেন্তীয় এবং পালকীয় সকল কাজ গভীর বিশ্বস্ততা ও পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে আজীবন করতে চাই। এছাড়াও আরো বেশি করে ধর্মজ্ঞান, মাণ্ডলিক বিষয়ে জ্ঞান ও বৈশ্বিক জ্ঞান অর্জন করতে চাই। যাতে আমি আলোকিত হতে পারি আর অন্যকেও সেই আলো সহভাগিতা করতে পারি।

ফাদার ইউজিন ইব্রীয় নকরেক যাজকীয় অভিষেকের অনুভূতিতে বলেন, একজন যাজক হলেন অপর খ্রিস্ট। মহাযাজক খ্রিস্টের যাজকত্বে তিনি অংশগ্রহণ করেন। একজন যাজক হতে পেরে আমি সত্যই খুবই আনন্দিত ও ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ আমার অনেক দুর্বলতা, দীনতা ও অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে যাজকত্বে অংশীদারিত্ব করেছেন। ঈশ্বর সকলকে আহ্বান করেন তার প্রেরণ কর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য। তাই ঈশ্বর যাকে আহ্বান করেন তাকেই তিনি মনোনীত করেন, তাকে তিনি ভালবাসেন, তাকে তিনি বিশেষ যত্ন নেন এবং তাকে তিনি তার কর্মে যোগ্য করে গড়ে তোলেন। তাই এই যাজকীয় সংস্কার গ্রহণের মধ্যদিয়ে আমি যেন একজন বিশ্বস্ত কর্মী, ধ্যানী ও পবিত্র যাজক হতে এবং আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারি এই প্রার্থনা সকলের কাছে চাই।

সর্ব প্রথমে যাজক হবার জন্য আমি পরিবারের মা-বাবার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। কারণ পরিবার হলো মানুষের স্বপ্নের নীড়, ভালবাসার আশ্রয়। একটি শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো তার পরিবার, পরিবারেই আমার জন্ম, বৃদ্ধি, গঠন ও শিক্ষার হাতে খড়ি। পিতা-মাতাই হলো আমার আহ্বানের অনুপ্রেরণা দানকারী। কারণ পরিবার একটি ফুলের বাগানের মতো। পিতা-মাতা হলেন ঐ বাগানের মালি। একজন দক্ষ মালি জানে কি করে বাগানের যত্ন নিতে হয়। মালির দক্ষতা ও পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করে বাগানের ফুল কেমন হবে। এছাড়াও প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসিকে দেখে ফাদার হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। এছাড়াও অন্যান্য ফাদারগণ, ব্রাদারগণ, সিস্টারগণ ও ভাই-বোন, আত্মীয়, স্বজন তাদের উৎসাহ অনুপ্রেরণাও ছিল আমার আহ্বান জীবনে ফাদার হওয়ার মূল উৎস।

একজন যাজককে সব মানুষই ভালবাসে এবং সব সময়ই বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে। একজন যাজক হল অপর খ্রিস্ট। এর জন্য তার কাছ থেকে বিশেষ কিছু মানুষ আশা করে এবং প্রত্যাশা করে। এ কারণে একজন যাজককে বেশ কিছু গুণাবলী থাকতে হয় অথবা তা অর্জনের জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হয়। আমার মতে একজন যাজককে বিশেষ করে- প্রার্থনাশীল, সৎ,পবিত্র, মিশুক, পরিশ্রমী, জ্ঞানী, আনন্দ প্রিয়, অধ্যাবসায়ী, কষ্ট সহিষ্ণু, নির্ভীক, সাহসী উদার, সহজ সরল, কর্মী ও ধ্যানী মানুষ হতে হবে।

ফাদার সামুয়েল পাথাং ও ফাদার নোভেল জেভিয়ার পাথাং

বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লী, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ

ডিকন সামুয়েল পাথাং এবং ডিকন নোভেল জেভিয়ার পাথাং দুই ভাই জানুয়ারি মাসের ১৩ তারিখে বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি কর্তৃক বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে যাজর রূপে অভিষিক্ত হন। যাজকীয় অভিষেকে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন পল কুবি এবং চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদারসহ মোট ৫০ যাজক, ২৮ জন সিস্টার এবং ১,৮০০ জন খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। তিন ভাই ও দুই বোনদের মধ্যে ফাদার সামুয়েল পাথাং হলেন প্রথম সন্তান এবং ৪ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে ফাদার নোভেল জেভিয়ার পাথাং হলেন সর্ব কনিষ্ঠ। বিড়ইডাকনী ধর্মপল্লীর অধীনস্থ নিজ গ্রাম বলচুগ্রীতে ১৪ জানুয়ারি ফাদার সামুয়েল ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগে মোট ৪৬ জন ফাদার, ৩০ জন সিস্টারসহ ২,৫০০ জন খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগের পর ফাদার সামুয়েল পাথাং এবং ফাদার নোভেল জেভিয়ার পাথাংকে সম্বর্ধনা দেয়া হয় এবং শ্রদ্ধেয় পালক পুরোহিত ফাদার মনিদ্র এম চিরানের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তী ঘটে।

নব অভিষিক্ত যাজক হিসাবে নির্মল ও পবিত্র হয়ে উঠার অনুভূতি অন্তরে উপলব্ধি করছি। এটি আমার জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি অলৌকিক কাজ। কেন না আমার অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে তাঁর বেদীমূলে উপনিত হতে আহ্বান করেছেন। তাই আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে আনন্দ মনে ঈশ্বরকে মহান নামে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আমার, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী, শ্রদ্ধেয় বিশপ, পরিচালকমণ্ডলী, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারগণ এবং উপকারী বন্ধুগণ যাদের সহযোগিতায় আমি আজ যাজক রূপে অভিষিক্ত হয়েছি।

ছোট বেলায় দেখতাম আমাদের গ্রামে কয়েকজন সেমিনারীয়ানগণ বিভিন্ন সময় প্রার্থনা অনুষ্ঠান এত সুন্দর করে পরিচালনা করতেন,

তাদের নেতৃত্ব, কাজ এবং জীবনাচরণ দেখে আমারও খুব ইচ্ছে হতো সেমিনারীতে যওয়ার। পরবর্তীতে নিজ গ্রামের সেমিনারীয়ানদের সহায়তায় আমার যাজক হওয়ার ইচ্ছা স্থানীয় পাল-পুরোহিতকে জানাই। পাল-পুরোহিতের সাথে দেখা করার পর আমাকে জানানো হল, সেমিনারীতে প্রবেশের আগে ইন্টারভিউতে পাশ করতে হবে। আমরা মোট ৮ জন ভাই ইন্টারভিউ দিতে ময়মনসিংহ বিশপ হাউজে যাই এবং আমরা ৮ জনই ইন্টারভিউতে পাশ করি। এই ভাবে আমার সেমিনারীতে প্রবেশের মধ্যদিয়ে আহ্বান জীবনের পথ যাত্রা শুরু হয়। সেমিনারীতে পড়াশুনা করার সময়ে আমি আমার আহ্বান জীবনের উৎস গভীর ভাবে উপলব্ধি করি। আমি যখন ৪র্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করি তখন জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। আমি বিছানায় অনেক সময় ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতাম, আমার দাদি আর মা আমার অবস্থা দেখে অনেক কান্নাকাটি করছে আমার বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই বলে। দাদির কাছে শুনেছি অনেকেই সে দিন আমাকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের মহান আশীর্বাদে আমি নতুন জীবন লাভ করেছি ফাদার রবার্ট মানখিনের রোগীলেপন সাক্রামেন্ত দেয়ার মধ্যদিয়ে। রোগীলেপন সাক্রামেন্ত পাওয়ার পরের দিন থেকেই আমি বিছানায় উঠে বসেছিলাম। সেইটি ছিল আমার জীবনের জন্য বিশেষ আশীর্বাদের দিন। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আমাকে নতুন জীবন দানের মধ্যদিয়ে আমাকে আহ্বান করেছেন তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুখ্রিস্টের যাজকত্বের অংশীদার হতে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা স্বপ্ন থাকে। একজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হিসাবে নিজ ধর্মপ্রদেশ নিয়ে আমারও একটা স্বপ্ন রয়েছে, প্রথমত যাজক হিসাবে নিষ্ঠার সাথে সংস্কারীয় কাজ করা এবং সকল শ্রেণির মানুষের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। প্রত্যেকটি ধর্মপল্লী/ধর্মপ্রদেশের প্রাণ হল যুবক-যুবতী ভাই-বোনেরা তাদের মেধা বিকাশ, সংস্কৃতি চর্চা, সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মধ্যদিয়ে তারাই একদিন মণ্ডলীতে অবদান রাখবে। যাতে করে তারা কেবল একজ জ্ঞানী মানুষ নয়, একজন মানবিক এবং আধ্যাত্মিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে, এই জন্য তাদেরকে মেধা বিকাশের সুযোগ করে দেয়া এবং তাদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে কাজ করার ইচ্ছা আমার রয়েছে।

ফাদার তপন মাইকেল ম্রং

সাধু পিতরের ধর্মপল্লী, ঢাকুয়া, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ

গত ২০ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের অধিনস্থ সাধু পিতরের ধর্মপল্লী, ঢাকুয়া-তারাকান্দা উপজেলার অধিনে প্রথমবারের মতো যাজকীয় অভিষিক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পশ্চিম ঢাকুয়া গ্রামের পিতা রঞ্জিত রাফায়েল স্কু এবং মাতা কিরণ ম্রং- এর দ্বিতীয় (তিন ভাই ও তিন বোন) পুত্র সাধু পিতরের ধর্মপল্লীর প্রথম যাজক ফাদার তপন মাইকেল ম্রং। যাজকীয় আহ্বানের লক্ষ্যে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট এন্ড্রুজ হাই স্কুল, হালুয়াঘাট থেকে এসএসসি পরীক্ষা পাসের পর সেন্ট পৌল'স মাইনর সেমিনারী, জলছত্র, মধুপুর থেকে যাত্রা শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন গঠনগৃহে অধ্যয়ন শেষে ডিকন ও পরবর্তিতে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হয়। যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান পৌরহিত্য করেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি এবং ৪৭ জন ফাদার, ১৫ জন সিস্টার এবং প্রায় আড়াই হাজার খ্রিস্টভক্ত এই পবিত্র সংস্কার সম্পাদনে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তিতে সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খাবার পবিবেশন করা হয়। যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানের আগের দিন মান্দি সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি অনুসারে আশীর্বাদ ও 'থক্কা' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ধর্মপল্লীর অনেক সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সাধু পিতরের ধর্মপল্লী, ঢাকুয়া-এর পাল-পুরোহিত ফাদার সুনির্মল মৃ, সহ-কারী পাল-পুরোহিত ফাদার রবার্ট মানখিন এবং

প্যারিশ কাউন্সিলের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ ও বিভিন্ন গ্রামের খ্রিস্টভক্তগণ যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেন।

যাজকত্ব হলো যিশু হৃদয়ের ভালোবাস। তিনি অপর খ্রিস্ট নামে অভিহিত, মনোনীত এবং নিযুক্ত ও প্রেরিত। এই স্বর্গীয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হয়ে মাতা মণ্ডলীর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টের কাজে ও তাঁর কাছে সমর্পণ করার মধ্যে পরম আনন্দ, পরম শান্তি ও এক স্বর্গীয় অনুভূতি কাজ করে। যাজকত্ব লাভের মধ্যদিয়ে সকলের পরিত্রাণের জন্য এবং নিজের আত্মার মুক্তির জন্য যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞ উৎসর্গ করা এক রহস্যময় স্বর্গীয় আশীর্বাদ ও দায়িত্ব। যুগে যুগে এভাবেই তাঁর সেবাকাজ পরিচালনার জন্য যিশুখ্রিস্ট অনেক মানুষকে আহ্বান করেন। তেমনিভাবে আমার শত দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে মনোনীত ও নিযুক্ত করেছেন। যাদের দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত হয়ে মণ্ডলীর কাজ করার সুযোগ পেয়েছি তাদের প্রত্যেককে খ্রিস্টের আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। খ্রিস্টীয় সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার যাজকীয় দায়িত্ব যেন পবিত্র, বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি তাই সকলের আশীর্বাদ কামনা করছি।

ব্যক্তির জীবনে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণাই হলো যাজক হওয়ার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই সাথে যিশুর জীবন ও কাজ যাজকীয় জীবনের মূলমন্ত্র যা এই জীবনাবস্থায় আসার একমাত্র পথ বলে আমি মনে করি। পরিবার ও সমাজ জীবনে চলার পথে কিছু মানুষের সংস্পর্শ ও সহযোগিতা এই জীবন আহ্বানকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে থাকে। অসংখ্য মানুষের মধ্যে চার্চ অফ বাংলাদেশের রেভারেন্ড মার্টিন হীরা মণ্ডল, ফাদার মনিন্দ্র চিরান, বিভিন্ন গঠনগৃহের পরিচালক মণ্ডলী ও আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা এবং আরো অনেকের অনুপ্রেরণা আমার জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ।

ফাদার সুজন জন কিস্কু ওএমআই, ফাদার হেরত মন্ডল ওএমআই, ফাদার জনাস্টিন পান্ত্রা ওএমআই

গত ১০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক রোজারিও সিএসসি কৃর্তক তিন জন যুবক ডিকন সুজন জন কিস্কু ওএমআই, ডিকন হেরত মন্ডল ওএমআই ও ডিকন জনাস্টিন পান্ত্রা

ফাদার হেরত মন্ডল ফাদার জনাস্টিন পাত্রা ফাদার সুজন জন কিস্কু

ওএমআই যাজক রূপে অভিষিক্ত হয়েছেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ডি মাজেনড গির্জায়। তাদের অভিষেকানুষ্ঠানে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে অবলেট যাজক, অনান্য সম্প্রদায়ের ফাদার, সিস্টার ও ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণও যাজকীয় অভিষেকের খ্রিস্টযাগে উপস্থিত থেকে তাদের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। তিন জন নবাভিষিক্ত যাজকদের আত্মীয় স্বজনরাও খ্রিস্টযাগে উপস্থিত থেকে তাদের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। ভাটারা ধর্মপল্লীর সকল খ্রিস্টভক্তরাও যাকজাভিষেকের পবিত্র খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন এবং নবাভিষিক্ত যাজকদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক রোজারিও সিএসসি তার উপদেশে বলেন, একজন যাজক হল যিশু হৃদয়ের ভালবাসা, অপর খ্রিস্ট। ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় নিয়োজিত। তাদের কাজ হবে মানুষকে ভালবাসা, ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে প্রচার করা ও নিজে পবিত্র বাইবেল পাঠ করা এবং তা অনুসারে জীবন যাপন করা। প্রার্থনার জীবন হল যাজকীয় জীবন। খ্রিস্টভক্তদের কাছে জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করা। খ্রিস্টযাগের পরে নবাভিষিক্ত যাজকদের ডি মাজেনড সমাবেশকক্ষে সমারোহে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

নবঅভিষিক্ত যাজক জনাস্টিন পাত্রা তার অনুভূতি সহভাগিতা করতে গিয়ে বলেন, যাজকীয় আহ্বান ঈশ্বরের ডাক। ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছেন বলেই আমি অবলেট যাজক হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছি এবং সেবা করার জন্য মনস্থির করেছি। আমি খ্রিস্ট হৃদয়ের ভালবাসার যাজক হতে পেরে খুবই খুশি, আনন্দিত এবং ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমার আহ্বান জীবনে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। এখনো যারা খ্রিস্টের বাণী শুনেনি তাদের কাছেও যেন আমি খ্রিস্টের বাণী নিয়ে যেতে পারি এই আশীর্বাদ কামনা করি পরম করুণাময় পিতার কাছে। একজন আদর্শবান এবং পবিত্র যাজক যেন সর্বদা হতে পারি তার জন্য সবার কাছে প্রার্থনা এবং আশীর্বাদ যাচ্না করি। যাজকীয় জীবনে অপ্রত্যাশিত বৈরি পরিস্থিতিতেও যেন আমি খ্রিস্টের নিঃস্বার্থ বলিদানের কথা স্মরণ রেখে নিজেকে যাজকীয় পুণ্য জীবনে অটুট রাখতে পারি।

আমার জীবনে যাজকীয় আহ্বান একটা নিগুঢ় রহস্য। আমার জীবনের প্রতিক্ষণে আমি যাজক হওয়ার ইচ্ছা ধারণ করেছি। আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করি তখন থেকেই আমার প্রবল প্রেষণা ছিল যাজক হওয়ার জন্য। আমার যাজক হওয়ার আহ্বানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ সার্বক্ষণিক সাথে আছে, আমি উপলব্ধি করি। আমার যাজক হওয়ার প্রেক্ষাপটে পরিবারের একটা সুন্দর প্রার্থনাময় পরিবেশ। আমার বাবা-মা, ভাই-বোন ও পাড়া প্রতিবেশির কাছ থেকে আমি প্রার্থনা করতে শিখেছি। আমার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাকে যাজক জীবন/আহ্বান কি তা পরিচয় করিয়ে দেয়। তখন থেকেই হৃদয় মনে পোষণ করেছি যাজক হওয়ার জন্য। বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লী থেকে যখন ফাদারগণ আসতেন মফস্বলে আমাদের গ্রামে, যাজকীয় পোশাক ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ আমাকে খুবই আকর্ষণ করত। প্রাইমারি স্কুল শেষ করে আমি বিড়ইডাকুনী বোর্ডিংয়ে থেকে বিড়ইডাকুনী হাই স্কুলে পড়েছি। আমি ফাদারদের জীবন অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছি। আমার জীবনে যাজক হওয়ার প্রধান উৎস ও বীজতলা হল পরিবার ও প্রাথমিক স্কুলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ। তাদের প্রতি আমি সর্বদা কৃতজ্ঞ।

ফাদার তিয়াস আগষ্টিন গমেজ সিএসসি
ফাদার জুয়েল ডমিনিক কস্তা
দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ধর্মপল্লী, তুমিলিয়া, ঢাকা ধর্মপ্রদেশ

ফাদার জুয়েল কস্তা ফাদার তিয়াস গমেজ

ফাদার তিয়াস আগষ্টিন গমেজ সিএসসি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের, ২৩ আগস্ট, তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বাঙ্গালহাওলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বিজয় ভিনসেন্ট গমেজ এবং মাতার নাম দিপালী এলিজাবেথ গমেজ। তিনি দুই ভায়ের মধ্যে ছোট। ফাদার তিয়াস ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯৯৬-২০০০ (শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৭১নং সরকারী বালক প্রাথমিক বিদ্যালয় তুমিলিয়াতে অধ্যয়ন করেন। ২০০১-২০০২ (৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণি) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ২০০৩-২০০৬(৮ম থেকে এসএসসি) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ২০০৬-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজি কোর্স করেন ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট সাগরদী, বরিশাল। ২০০৭-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নটর ডেম কলেজে এইচএসসি শেষ করেন। পরে ২০০৯-২০১৩ নটর ডেম কলেজ থেকে ডিগ্রি (স্নাতক) পাশ করেন। ২০১৪-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ২০১৭-২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি অব নটর ডেম,ইন্ডিয়ানা, আমেরিকাতে ঐশতত্ত্ব (মাস্টার্স অব ডিভিনিটি) পড়াশুনা করেন।

বিগত ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তুমিলিয়া দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ধর্মপল্লীতে ডিকন তিয়াস আগষ্টিন গমেজ সিএসসি (বাঙ্গাল হাওলা) এবং ডিকন জুয়েল ডমিনিক কস্তা (পিপ্রাশৈর) যাজক পদে

অভিষিক্ত হন। অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিস্বরূপ ২৯ ডিসেম্বর ডিকনদের নিজ নিজ গ্রাম থেকে মহাসমারোহে কীর্তনগান, ফুলের মালা ও নানা বাদ্য বাজনা বাজিয়ে গির্জা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয় এবং বিকাল ৪টায় পবিত্র ঘন্টা এবং পরে দুই ডিকনকে মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে মিষ্টিমুখ ও বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর সকাল ৯:৩০মিনিটে যাজকীয় অভিষেকের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন.ডি ক্রুজ ওএমআই এবং সাথে ছিলেন ময়মনসিংহের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি। পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রায় ৯৫ জন যাজক, ব্রাদার, সিস্টার ও বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। আর্চবিশপ মহোদয় তার উপদেশ বাণীতে খ্রিস্টভক্তদের উদ্দেশে বলেন, "যাজকত্ব হল ঈশ্বরের দেয়া একটি মহামূল্যবান উপহার। এই উপহারটা তিনি সবাইকে দেননা যাদেরকে তিনি দেন তাদের দিয়ে ধন্য করেন। যাজকত্ব কেউ অর্জন করেনা এটা অর্পিত।" খ্রিস্টযাগের পর নব অভিষিক্ত যাজকদের জন্য সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতপর দুপুরের আহারের মধ্যেদিয়ে উক্ত দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা

দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ধর্মপল্লী, তুমিলিয়া, ঢাকা ধর্মপ্রদেশ

ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের, ২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় গিলবার্ট কস্তা ও ঝর্ণা আন্না কস্তার সন্তান। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তিনি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বোয়ালী-পিপ্রাশৈর গ্রামের সন্তান। ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা ১৯৯৬-২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৭১নং তুমিলিয়া সরকারী প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ২০০২-২০০৭ পর্যন্ত তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। ২০০৭-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নটর ডেম কলেজে এইচএসসি পড়াশুনা করেন। ২০০৯-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নটর ডেম কলেজে ডিগ্রি অধ্যয়ন করেন। পরে পবিত্র আত্মা সেমিনারীতে ২০১৪-২০২১ খ্রিস্টাব্দপর্যন্ত দর্শন ও ঐশতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ২০০৭-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী সেমিনারীতে ছিলেন। পরে সাধু যোসেফের সেমিনারী, রমনাতে ছিলেন ২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত। বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুশীনের জন্য, গোল্টা রাজশাহীতে: ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবা দান করেছেন।

দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের গির্জা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে বিগত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার, আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই কর্তৃক তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত বোয়ালী-পিপ্রাশৈর (পিএইচবি) গ্রামের গিলবার্ট কস্তা (মৃত) এবং ঝর্ণা আন্না কস্তা'র দ্বিতীয় সন্তান ডিকন রিগ্যান পিউস কস্তা যাজকপদে অভিষিক্ত হন। যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে ৪২ জন যাজক, বিপুল সংখ্যক সিস্টার, ব্রাদারসহ স্থানীয় ও বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। আর্চবিশপ যাজকীয় জীবনের মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সহভাগিতা রাখেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের পরপরই বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়। পাশাপাশি উল্লেখ্য যে, নব অভিষিক্ত যাজক ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং ৪৪ জন প্রার্থীকে প্রথমবারের মত পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করেন। এছাড়াও নব অভিষিক্ত যাজক এবং ৬ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ শেষ ব্রতগ্রহণকারী তার ছোট বোন সিস্টার রোজী (রিংকি রোজলিন কস্তা), এস.এম.আর.এ - একত্রে ৭ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ শনিবার নিজ গ্রামে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

যাজকীয় অভিষেকের অনুভূতি: যাজকীয় জীবনের অনুভূতি যাজকীয় অভিষেকের মধ্যদিয়েই পরিপূর্ণতা পায়। সত্যি যাজকীয় অভিষেকের অনুভূতি মুখের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা কঠিন, এটা অনুভূতির অন্তরালে একান্তেই অনুভব করার বিষয়। ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, আত্মীয়-স্বজনসহ ভক্তমণ্ডলীর ভালবাসা এই অনুভূতিকে আরো সমৃদ্ধ ও ঐশরিক করে তোলে। সর্বোপরি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা রেখে আমি বলতে চাই, 'স্বয়ং প্রভু আমার সহায়, না ভয় করব না আমি' (*হিব্রু ১৩:৫*)। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাই প্রকৃত আনন্দ। পাশাপাশি যাজকীয় সেবাকাজের জন্য যারা আমার সাথে প্রার্থনায় ও সার্বিক সহায়তায় একাত্ম হয়েছেন - আমার আদর্শ মা, বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, শুভাকাঙ্খী ও সর্বোপরি উপকারী বন্ধুদের ঈশ্বরের চরণে রাখি তিনি যেন তাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করেন। আমাকেও যেন ঈশ্বর তাঁর দয়া ও কৃপার আশ্রয়ে রাখেন, যেন আজীবন যাজকীয় সেবাকাজে বিশ্বস্ত ও পবিত্র থাকতে পারি।

ফাদার সনি মাইকেল রোজারিও

পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী, দড়িপাড়া, ঢাকা

ফাদার সনি মাইকেল ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন বেনেডিক্ট রোজারিও (গায়েন) ও রীণা ইম্মাকুলেট কস্তার সন্তান। তারা তিন ভাই-বোন। তিনি সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়িপাড়া থেকে তার প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণি পর্যন্ত তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরা নাবাবগঞ্জ প্রবেশ করেন ও সেখান থেকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পাশ করেন। পরে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি ও ডিগ্রি পাশ করেন। ২০১৫-২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে দর্শন ও ঐশতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন

ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবা দান করেছেন। ২৮ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র আত্মা সেমিনারীতে তিনি ডিকন পদে অভিষিক্ত হন।
বিগত ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি যাজক পদে অভিষিক্ত হন। পবিত্র পরিবারের গীর্জা, দড়িপাড়া তার ধর্মপল্লীতে তার যাজক পদে অভিষিক্ত হওয়ার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত মহাখ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি. ক্রুজ ওএমআই তাকে যাজকপদে অভিষিক্ত করেন।
যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হতে পেরে ফাদার সনি বলেন, আমি সত্যিই আনন্দিত। পরম পিতার অশেষ দয়ায় তাঁরই পুত্রের যাজকত্বের অংশীদার হতে পেরেছি। প্রভুর এই বেদীমূলে পৌছাতে অনেক মানুষের প্রার্থনা, অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা, সমর্থন, পরামর্শ ও আশীর্বাদ পেয়েছি। ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রর্থনা, আমি যেন প্রতিদিন যজন কার্যের মধ্যদিয়ে মহাযাজক খ্রিস্টের যাজক হয়ে উঠতে পারি। খ্রিস্টকে অনুসরণ করার যে ক্রুশ আমি কাঁধে তুলে নিয়েছি, তা যেন আজীবন বহন করতে পারি বিশ্বস্তভাবে ও পবিত্র জীবনের মধ্যদিয়ে।

ফাদার আব্রাহাম লিংকন হাজং
শ্রমিক সাধু যোসেফে'র ধর্মপল্লী, শ্রীমঙ্গল, সিলেট ধর্মপ্রদেশ

গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৩ ছিল শ্রীমঙ্গল, শ্রমিক সাধু যোসেফে'র ধর্মপল্লীতে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন ডিকন আব্রাহাম লিংকন হাজং। ডিকন আব্রাহাম লিংকন হাজং'কে অভিষিক্ত করেছেন ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। তিনি ধর্মপ্রদেশের ৪র্থ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক। এই অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল, ফাদারগণ, সিস্টারগণ, সেমিনারীয়াগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণ। যাজকীয় অভিষেকের জন্য ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সকালে বিশপ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণের প্রতিনিধিগণ ডিকনকে তার বাড়ি থেকে পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামবাসীর কাছ থেকে প্রার্থনা এবং অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ধর্মপল্লীতে নিয়ে আসেন এবং সন্ধ্যায় ডিকনের মঙ্গল কামনা করে থক্কা (মঙ্গলানুষ্ঠান) অনুষ্ঠান এবং সকলে মিলে আরাধনা করেন। পরের দিন ১৪ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীতে মহাখ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। অভিষেক অনুষ্ঠান শেষে নব অভিষিক্ত যাজককে বিশেষ সম্মান দানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা হয়। পরের দিন ১৫ জানুয়ারি নব অভিষিক্ত যাজক এবং বিশপ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ এবং অতিথীগণ নব অভিষিক্ত যাজকের গ্রাম বিদ্যাবিল চা বাগানে গেলে গ্রামবাসী এবং ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সকলে তাদেরকে স্বাগতম জানান এবং বরণ করে নেন পা ধুয়া, মাল্যদান, গান, নাচ, কির্তন, স্লোগান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। এই দিন নব অভিষিক্ত যাজক বিশপ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ এবং আগত সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে নিয়ে তার ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে নব অভিষিক্ত যাজক তার জীবনের জন্য, তার যাজকীয় জীবনের জন্য ঈশ্বরকে, মা-বাবা, পরিবার, বিশপগণ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ, গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পুঞ্জিবাসী, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।।

আমি আশীর্বাদিত। আমি আমার অন্তরে এক আশ্চর্য আনন্দ অনুভব করেছি। আমি দুর্বল, অযোগ্য। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা যে তিনি তাঁর কাজের জন্য দুর্বলকেই বেছে নিয়েছেন। আমার অনুভূতি আনন্দের আর কৃতজ্ঞতার। আজ আমার স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করেছে। যে স্বপ্ন এতদিন দেখেছি, যে স্বপ্ন আমাকে জাগ্রত রেখেছে সেই স্বপ্ন আজ আমার জীবনে বাস্তব। ঈশ্বর অনেক মহান যে তিনি আমাকে একজন যাজক হতে আহ্বান করেছেন। আমি বিশ্বাস করি অভিষিক্ত জীবন আমার জীবনে ঈশ্বরের মহা কৃপা এবং অমূল্য দান, আমার জীবনে ঈশ্বরের চাওয়া। এই দিনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমার একার যাত্রা ছিলনা। ঈশ্বর আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার মা, বাবা, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী, শুভাকাঙ্ক্ষী, উপকারী বন্ধুগণ, বিশপগণ, পরিচালকগণ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ, কাটেখিস্টগণ। মানুষের প্রার্থনা, ভালবাসা এবং ত্যাগস্বীকারের ফলে আমি আমার জীবন লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছি। ঈশ্বর আমাকে কত দানেই না ধন্য করেছেন।

যাজকীয় জীবনে অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমার মা-বাবা এবং পরিবারের কথা। যারা আমার সঙ্গে যাত্রা করেছেন। যাজকীয় অভিষেক লাভ করে আমার অনুভূতি হলো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার। আমার পরিবার আমার যাজকীয় জীবনে আসার জন্য উৎসাহের কেন্দ্র এবং ভিত্তি। বিশেষ করে স্মরণ করি শ্রদ্ধেয় ফাদার লেহান সিএসসি এবং ফাদার ফ্রাংক সিএসসি, ফাদার লরেন্স টপ্য, ফাদার যোসেফ টপ্ন এবং ধর্মপল্লীর ক্যাটেখিষ্ট শিক্ষকগণ যাদের সেবাকাজ এবং জীবন আমাকে অনেক উৎসাহ দান করেছে এবং করছে এ জীবন বেছে নিতে। যাজকদের এবং ক্যাটিখিস্টদের জীবন এবং সেবাকাজই আমার অনুপ্রেরণার উৎস।

ফাদার চন্দন জেম্‌স বিশ্বাস
ফাদার শংকর মার্টিন মন্ডল
শোকার্ত জননীর গির্জা, ভবরপাড়া, খুলনা ধর্মপ্রদেশ

"অভিষিক্ত তুমি চিরকালীন যাজক"-বিগত ১৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার খুলনা ধর্মপ্রদেশের শোকার্ত জননীর গির্জা,

ভবরপাড়াতে ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর দু'জন সন্তান সুশান্ত মণ্ডল ও কাঞ্চন মণ্ডল এর দ্বিতীয় সন্তান ডিকন শংকর মার্টিন মণ্ডল এবং বাবলু বিশ্বাস ও প্রীতিলতা বিশ্বাস এর জ্যেষ্ঠ সন্তান ডিকন চন্দন জেমস্ বিশ্বাস এর যাজকীয় অষিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই পবিত্র যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী সহ ২০ জন যাজক, ১ জন ডিকন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান ও খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

অভিষেক অনুষ্ঠানের আগের দিন বিকালে প্রার্থীগণকে বাদ্য বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে নিজ নিজ গৃহ থেকে ভবরপাড়া শোকার্ত জননীর গির্জায় নিয়ে আসা হয়। গির্জাতে প্রথমে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা এবং পরে স্কুল মাঠের স্টেজে মঙ্গলানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রার্থীকে বাঙ্গালী কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুসারে হলুদ ছোঁয়া, হাতে রাখি বন্ধনী পরানো ও মিষ্টি মুখ করানোর মধ্যদিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য দেহ-মনে প্রস্তুত করানো হয় এবং শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানো হয়।

যাজকীয় অভিষেকের দিন সকাল ৯:৩০ মিনিটে প্রার্থীগণকে শোভাযাত্রা করে বেদী মঞ্চের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর যথারীতি খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী তার উপদেশের পর দু'জন প্রার্থীকে যাজকীয় অভিষেকে অভিষিক্ত করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নব অভিষিক্ত যাজকদ্বয়কে ধর্মপল্লী, বিভিন্ন সংঘ ও খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানানো হয়। অতঃপর প্রীতিভোজের মাধ্যমে পবিত্র অভিষেক অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তী ঘটে।

উল্লেখ্য, নব অভিষিক্ত যাজকদ্বয় ফাদার চন্দন জেমস্ বিশ্বাস ২০ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এবং ফাদার শংকর মার্টিন মণ্ডল ২১ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার ও রবিবার শোকার্ত জননীর গির্জা, ভবরপাড়াতে তাদের প্রথম ও ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু

ক্যাথেড্রাল ধর্মপল্লী, কসবা, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু পিতা: যোসেফ মুর্মু ও মাতা: শান্তিনা হাসদা। তিনি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল দিনাজপুরের খালিপপুর ধর্মপল্লীর একাঘেরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনিই প্রথম। যাজক হওয়ার লক্ষ্যে তিনি ২০০৫-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন্ট যোসেফ মাইনর সেমিনারীতে গঠন ও শিক্ষা লাভ করেন। পরে ২০০৭-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যীশু নাম গঠন গৃহ, সুইহারী, দিনাজপুরে থাকেন। এরপর ২০১০-২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন্ট যোসেফ সেমিনারী, ঢাকায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। আর ২০১৪-২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী ঢাকায় পড়াশুনা করেন। সেখানে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন- অধ্যাত্মিকতায়, নৈতিকতায়, বুদ্ধিগতভাবে। পরে পালকীয় সেবার উদ্দেশে ধন্যা কুমারী মারীয়ার গির্জা, ঠাকুরগাঁও ধর্মপল্লী, ঠাকুরগাঁও এ যান এবং সেখানে বিশ্বস্ততার সাথে তার সেবা দান করেন। তার পালকীয় সেবা শেষ করার পর তার জীবনে আসে সেই প্রতিক্ষীত সময়। তিনি ২১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ক্যাথেড্রাল ধর্মপল্লীতে বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু কর্তৃক অভিষিক্ত হন। বিকেল ৪ টায় ডিকনকে বিশপ হাউস প্রাঙ্গনে সান্তাল কৃষ্টিনুসারে বরণ করে, তার মঙ্গল ও পূণ্যতা অর্জনের জন্য বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান করা হয়। ২১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় যাজকীয় অভিষেকের মহা খ্রিস্টযাগ হয়। এই খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন ৬০ জন যাজকসহ ব্রাদার ও সিস্টারগণ। উপদেশে বিশপ মহোদয় পুরোহিতদের জীবন ও সেবাকাজ সম্পর্কে গভীর আলোকপাত করেন। খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান করেন যেন যাজকদের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করেন।

যাজক পদে অভিষিক্ত হওয়ার পরে তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু বলেন, "ঈশ্বর আমাকে অযোগ্য জেনেও বেছে নিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি অন্তর থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাছাড়া আমার এই আহ্বান জীবনের প্রথম থেকে যাদের আমি সর্বদা সাথে পেয়েছি আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, প্রতিবেশি এবং আরও যারা আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করেছেন তাদের জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে যারা আমাকে প্রার্থনা ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন ও আমাকে ঈশ্বরের আহ্বানে অটল থাকতে সাহায্য করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমি বিশ্বাস করি আমি ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত থেকে সকলের সেবা করতে পারবো।

ফাদার লরেন্স সৈকত বিশ্বাস

বানিয়ারচর ধর্মপল্লী, বরিশাল ধর্মপ্রদেশ

ফাদার লরেন্স সৈকত বিশ্বাস ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা প্রফুল্ল বিশ্বাস ও মাতা আন্না বিশ্বাস। চার ভাইবোনের মধ্যে তার স্থান তৃতীয়। তিনি গোপালগঞ্জের, বানিয়ারচরের সন্তান। শিশু থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি সেন্ট মাইকেল জুনিয়র হাই স্কুল, বানিয়ারচরে পড়াশুনা করেন। নবম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল, খুলনা পড়াশুনা করেন। পরে তিনি সরকারী সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা থেকে এইচএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে নটর ডেম কলেজ থেকে ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা থেকে তিনি দর্শন ও ঐশতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। ফাদার সৈকত ২০০৫-২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খুলনা সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেমিনারীতে প্রবেশ করেন, ২০০৯-২০১৩ খ্রিস্টাব্দে রমনা সেন্ট যোসেফ সেমিনারীতে যোগদান করেন, ২০১৩-২০১৪ যখন ডিগ্রি শেষ বর্ষে পড়াশুনা করি তখন প্রায় এক বছর সেমিনারীর বাইরে অবস্থান করেন

গত ১৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে ডিকন লরেন্স সৈকত বিশ্বাস যাজক পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। চট্রগ্রাম মহা-ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের সকল যাজকগণ, খুলনা ধর্মপ্রদেশের যাজকগণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ, নব অভিষিক্ত যাজকের আত্মীয়স্বজনসহ বিপুল পরিমাণ খ্রিস্টভক্ত।

বনিয়ারচর ধর্মপল্লীতে আর্চবিশপের আগমনের পরই ধর্মপল্লীর পক্ষ

থেকে তাকে মাল্যদান, পা ধোয়নো ও গানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিশপ মহোদয় খ্রিস্টযাগের উপদেশে যাজকের সেবাদায়িত্ব সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। সেইসাথে নব অভিষিক্ত যাজককে এই সেবাদায়িত্ব সচেতনতা ও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করার আহ্বান জানান। যাজকপ্রার্থী উপস্থিত বিশপ, যাজক, সিস্টার ও সকলের সামনে প্রকাশ করেন। বিশপ মহোদয় বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে প্রার্থীর হাতে তেল লেপন করে দেন এবং তাকে যাজকদের পানপাত্র, চ্যাজাবল ইত্যাদি প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগের পর সংক্ষিপ্ত আকারে নব অভিষিক্ত যাজককে কেন্দ্র করে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর পরোকিয়াল ভিকার ফাদার সঞ্চয় গোমেজ ধন্যবাদমূলক বক্তব্যের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন।

কিছু কিছু অনুভূতি আছে যা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। তারপরেও আমাদের অনুভুতিগুলোকে শব্দের মধ্যদিয়ে অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে হয়। তাই যদি বলতে হয় যাজক হিসাবে আমার অনুভূতি হল গভীর আনন্দের এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর। অবশ্যই যাজক হিসেবে আমার অনুভূতি অনেক আনন্দের কারণ দীর্ঘ ১৬ বছর গঠন জীবনে থাকার পর অনেক অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বর আমাকে তাঁর পুত্রের যাজকত্বের সহভাগী করেছেন। তাই নতুন যাজক হিসেবে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের প্রতি যারা আমাকে এই যজ্ঞবেদীতে আসতে সাহায্য করেছেন এবং এখনো আমার জন্য প্রার্থনা ও বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। যাজক হিসেবে এই দেড় বছরের অনুভূতিটা অনেক আনন্দের, মানুষের কাছ থেকে অনেক ভালবাসা ও আশীর্বাদ পেয়েছি, দেখেছি যাজকদের প্রতি তাদের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। যাজকদের কাছ থেকে জনগণের অনেক প্রত্যাশা। যাজক হিসেবে সুযোগ হয়েছে জনগণের সাথে একাত্ম হয় মিশে যাবার। যদিও কিছু কিছু ভুল বোঝাবুঝি-বিচ্ছিন্ন ঘটনা আছে তারপর যাজকীয় জীবন আনন্দের এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে পরিপূর্ণ। যেখানে খ্রিস্ট ঈশ্বর হয়েও এত কষ্ট, নিন্দা পেয়েছেন, সেখানে আমি একজন সামন্য মানুষ হয়ে খ্রিস্টের জন্য কারো কাছ থেকে কষ্ট পাওয়াটাকে আনন্দ মনে করি

ফাদার প্লাবন মানুয়েল রোজারিও ওএমআই

মারীয়াবাদ ধর্মপল্লী, বোর্ণী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

বিগত ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত বোর্নী, মারীয়াবাদ ধর্মপল্লীর অন্তর্গত চামটা গ্রামের বড়বাড়ির সন্তান ডিকন প্লাবন মানুয়েল রোজারিও ওএমআই, নিজ ধর্মপল্লীতে বিশপ জের্ভাস রোজারিও কর্তৃক যাজক পদে অভিষিক্ত হন। ৪ ফেব্রুয়ারি, রোজ শনিবার নিজ ধর্মপল্লীতে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। অভিষেক অনুষ্ঠানে ৭০ জন যাজক, সিস্টার এবং সেমিনারীয়ান উপস্থিত ছিলেন। নব অভিষিক্ত ফাদার প্লাবন রোজারিও অবলেট সম্প্রদায়ের একজন পুরোহিত।

নব অভিষিক্ত ফাদার প্লাবন তার সহভাগিতায় বলেন, যাজক হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। গঠন জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজকে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে পেরেছি। এজন্য পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সাথে আমার পিতামাতা, ভাই এবং সকল আত্মীয়-স্বজনদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার জীবনে আহ্বানের বীজ কিভাবে রোপিত হলো তা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই গির্জায় যেতাম, সেবক হতাম। ফাদার, সিস্টারদের দেখতাম। এভাবে একটা সময় ভাল লাগা শুরু হয়। এভাবে এসএসসি পরীক্ষার পর যাজকীয় গঠনের জন্য সেমিনারীতে প্রবেশ করি। প্রথম জীবনে আমার প্রয়াত দাদু-ঠাকু, দিদিমার প্রার্থনার জীবন আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তীতে অবলেট স্কলাসটিক ব্রাদারদের জীবন আমাকে আকর্ষিত করে। আর এভাবেই আমার আহ্বান খুঁজে পাই। আমার বাবা ও মায়ের প্রার্থনার জীবনও আমাকে এই পথে চলতে সাহায্য করে ।

যাজকীয় জীবনে আমার আগামী দিনগুলো:

১. নিজেকে খ্রিস্টের প্রতিনিধি হিসেবে ঐশ জনগনের মধ্যে খ্রিস্টের ভালবাসা, ক্ষমা ও দয়ার প্রকাশ ঘটাতে চাই।
২. যিশুর বাণী সবার কাছে প্রচার করতে চাই, নিজের জীবনাচরণের মাধ্যমে।
৩. খ্রিস্টান যুবক-যুবতীদের নৈতিক জীবন গঠনে সাহায্য করতে চাই।
৪. নিজেকে আরও বেশি প্রার্থনাশীল ও ধ্যানী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

আমরা সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই বিগত কয়েক বছরে আমাদেরকে বেশ কয়েকজন নতুন যাজক দানের জন্য। যারা এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন ও সাড়া দিতে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। নবঅভিষিক্ত যাজকগণ প্রত্যেকেই যাজকীয় জীবনের জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা আহ্বান করেছেন। কেননা তারা বুঝতে পেরেছেন যাজকীয় জীবনের অন্যতম সঙ্গী প্রার্থনা নিজেদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা কথা জেনেও যাজকগণ মানুষের সেবায় ও ঈশ্বরের গৌরবের জন্য নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছেন। তাদের এই নিবেদিত জীবনে প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্ত প্রার্থনা, পরামর্শ ও সমর্থন জানিয়ে যাজকদের যাজকীয় সেবাকাজে একাত্ম হতে পারেন। অভিষিক্ত ও দীক্ষিত যাজকগণ একসাথে সেবা ও ভালোবাসা চর্চা করার মধ্যদিয়ে এ জগতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস করি।

ড্রাইভার আবশ্যক

৩০-৩৫ বছর বয়সী একজন আদিবাসী উপজাতি ড্রাইভার প্রয়োজন। প্রার্থীর অবশ্যই হালনাগাদ নবায়নকৃত প্রকৃত লাইসেন্স থাকতে হবে। ড্রাইভিং এ কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অটো মেকানিকেলের উপর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ

01711204754

বিজ্ঞ/১৫১/২৩

সকলকে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা

যিশুসংঘ (জেজুইট)

এর পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

প্রিয় কাথলিক ছাত্র-যুবক ভাইয়েরা, যিশুসংঘের ছত্র-ছায়ায় এসে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইগ্নেসিয়াস লয়োলা, সহ-প্রতিষ্ঠাতা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও পোপ ফ্রান্সিস-এর মত ঈশ্বরের নামে মানুষ ও মন্ডলীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে তোমাদের নিবিড় আমন্ত্রণ জানাই! তোমরা যারা SSC/HSC পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে বা যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছ ও আহ্বানের জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তোমরা নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারো-

আহ্বান পরিচালক
নবজ্যোতি নিকেতন
কুচিলাবাড়ি, মঠবাড়ী, গাজীপুর

ফা: এলিয়াস সরকার, এস.জে. (০১৭৭৮-২২৫৮২৮)
ফা: প্রবাস রোজারিও, এস.জে. (০১৭৩২-৮৭৫৬৯০)
ফা: রোহিত মৃ, এস.জে. (০১৭৪৩-১৫৫১৪২)
ব্রা: নির্মল কিস্কু, এস.জে. (০১৭৪৬-৯৯৫৫৬৯)

বিজ্ঞ/১৪৯/২৩

সোনাবাজু গির্জার প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শনিবার সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতিমা রাণীর পর্বোৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপন করা হবে। দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল ভক্তপ্রাণ ভাই বোনদের উক্ত পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এই পবিত্র পার্বণে যারা পর্বকর্তা হতে আগ্রহী তাদের জন্যে শুভেচ্ছা দান ২০০০ /- (দুই হাজার) টাকা এবং খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। ফাতিমা রাণী আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুণ।

অনুষ্ঠান সূচী

নভেনার খ্রিস্টযাগ
৪ মে - ১২ মে, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: বিকেল ৪:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রীষ্টযাগ
১৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ
সময়: সকাল: ৯:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে-

ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস্
এবং
খ্রিস্টভক্তগণ
সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১৫৫/২৩

পুনরুত্থান: খ্রিস্টীয় আহ্বান

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

"আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন" (*যোহন ১১:২৫*)। যিশু (ত্রাণকর্তা/পরিত্রাতা/মুক্তিদাতা) খ্রিস্ট (অভিষিক্তজন) পুনরুত্থান করে আমাদের নতুন জীবন দিয়েছেন। আমরা যিশুর নতুন জীবনের অংশীদারী হয়েছি। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের নবজীবন। দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অংশীদার হয়ে উঠেছি ও ঐশরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছি। আমরা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের আত্মদানের ভালবাসায় জীবন-যাপনের জন্য আহ্বান পেয়েছি। যিশুখ্রিস্টকে অনুসরণের মধ্যদিয়ে আমরা এই জীবনে প্রবেশ করি। আমরা খ্রিস্টের নামে, ও তাঁকে বিশ্বাস করে খ্রিস্টবিশ্বাসী, খ্রিস্টান। আমাদের আহ্বান হল খ্রিস্টকে অনুসরণ করা, সম্মিলিত জীবন সাধনা।

খ্রিস্টীয় আহ্বান:- খ্রিস্টীয় আহ্বান হল মন পরিবর্তন করে ঐশরাজ্যে প্রবেশের প্রত্যাশায় সম্মিলিত জীবন সাধনা। "সময় এসে গেছে; ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে। তোমরা পাপের পথ থেকে মন ফেরাও এবং ঈশ্বরের সুসমাচারে বিশ্বাস কর" (*মার্ক ১:১৫*)। আমাদের প্রতি খ্রিস্ট যিশুর আহ্বান হল মনপরিবর্তন করে সুসমাচার বিশ্বাসের। যিশুও তাঁর প্রচারিত জীবনে, ঐশরাজ্য গঠনে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়নে শিষ্যদের আহ্বান করে দল/সংঘ/সমাজ গঠন করেছেন। যিশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেলেরা যিশুর শিষ্যদলে যোগদান করে মানুষ ধরা জেলে হয়েছেন (*মার্ক ১:১৬-২০*)। যিশু একা ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান না। তিনি (যিশু) দল/সংঘ গঠন করে একত্রে সম্মিলিত যাত্রা করেছেন। এতেই প্রকাশিত হয় মানুষের একা থাকা ভালো নয় (দ্রঃ ২:২০-২২)। মানুষ সামাজিক জীব। একা বাস করতে পারে না। পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতাই প্রকৃত সমাজ/দল গড়ে তুলতে পারে। তাই যিশুও এক হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন। যিশুর নামের শক্তিতে পবিত্রতম পিতার বন্দনা করি (*যোহন ১৭:১১*)। খ্রিস্টীয় আহ্বান হল এক হওয়ার আহ্বান। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের নামে নতুন জীবনে অংশগ্রহণের আহ্বান।

মানুষ ও বিশ্বাসী হওয়ার আহ্বান:- খ্রিস্টীয় আহ্বান বুঝতে ও প্রবেশ করতে আমাকে/আমাদের মানুষ হতে হয়। বিশ্বাসী মানুষ হতে হয়। খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস, নিজের ও অন্যদের প্রতি বিশ্বাস। বিশ্বাস শুধু মুখে নয়, নিত্যদিনের কথা, কাজে ও জীবনাচরণে প্রকাশিত হতে হয়। আমাদের সবার সাধনা মানুষ, ভালো মানুষ হওয়ার সাধনা। যিশুও প্রথম শিষ্যদের আহ্বান করে বলেন; "আমি তোমাদের মানুষ ধরা জেলে করে তুলব" (*মার্ক ১:১৭*)। মান-মর্যাদা ও অনুভূতিপূর্ণ মানুষ হওয়া বড়ই জরুরী বিষয়।

অন্যদিকে বিশ্বাস, খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাসই প্রকাশ করে যিশু ও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা। যিশুর আশ্চর্যকাজগুলো লক্ষ্য করলে দেখব, বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ (*লুক ৫:২০;৭:৯;৫০*)। শারীরিক সুস্থতা ও পাপের ক্ষমা সবই সম্ভবপর বিশ্বাসের ফলে। বিশ্বাস পূর্ণতা পায় ভালোবাসা ও নির্ভরতায়। ভালোবাসা ও বিশ্বাসই আমাদের চোখ খুলে দেয় যিশুকে চিনতে ও প্রভু বলে স্বীকার করতে। ভালোবাসা; যোহনের বিশ্বাসের চোখ খুলে দেয় ও যিশুকে চিনতে পারেন; "উনি প্রভু" (*যোহন ২১:৭*)। আহ্বান; বিশ্বাসী হয়ে ভালোবাসায় বেড়ে ওঠা ও সম্মিলিত জীবন যাপন (সহযোগিতা ও সহভাগিতা)।

খ্রিস্টীয় আহ্বান উন্মুক্ত: যিশু তাঁর প্রকাশিত জীবনে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির লোকদের শিষ্যদলে আহ্বান করেন (*মার্ক ১:১৬-২০; মথি ৯:৯-১০*); সবার সাথে মিশেছেন, খেয়েছেন, সুস্থ করেছেন ও সংলাপ করেছেন (*মথি ৯: ১-৮; ১০; যোহন ৪:৪-৩২*)। নারী পুরুষ উভয়ই যিশুর প্রেরণ কাজে সঙ্গী হয়েছেন (*মার্ক ১:১৬-২০; লুক ৮:২-৩*)। যিশুর প্রচার কাজেও সৃষ্টি সৌন্দর্য প্রাকশিত হয়। তিনি (ঈশ্বর) তাদের নিজের প্রতিমূর্তিতে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করলেন (*আদি ১:২৭-২৮*)। ঐশরাজ্য প্রচার আমাদের দীক্ষাস্নানে প্রাপ্ত অধিকার। পুরুষ ও নারী উভয়েরই অধিকার।

খ্রিস্টীয় আহ্বান সবার জন্য, তা প্রকাশ পায় যিশু নির্দেশনায়; "তোমরা সমগ্র জগতে যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর সুসমাচার" (*মার্ক ১৬:১৫*)। সবার কাছে বাণী প্রচার করতে হয়। সৃষ্টির ভারসাম্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষার মধ্যদিয়ে বাণী প্রচার ও সংরক্ষিত হয়। যিশুর নির্দেশনায় আমাদের আহ্বান পরিষ্কার। আমরা সমস্ত সৃষ্টির কাছে (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি) সুসমাচার প্রচারের জন্য আহ্বান পেয়েছি।

আত্মসমর্পণ:- যিশু জগতে পিতার প্রেরিত ভালোবাসা ও ভালোবাসার পূর্ণ প্রকাশ (*যোহন ৩:১৬*) এবং তা পূর্ণ করেন ক্রুশে আত্মদানের মধ্যদিয়ে। "পিতা তোমার হাতে আমার আত্মা সঁপে দিচ্ছি (*লুক ২৩:৪৬*) ও "সমাপ্ত হল" (*যোহন ১৯:৩০*) এই কথা বলার মধ্যদিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। জগতে পিতার ভালোবাসার পূর্ণতা ও মুক্তিকর্ম নিশ্চিত করেন। যিশুর শিক্ষার চূড়ান্ত প্রমাণ; "বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর কিছুই নাই" (*যোহন ১৫:১৩*)। যিশুর নামে আত্মসমর্পণ আমার আহ্বান। পিতর যিশুকে চিনতে পেরে নিজেকে পাপী ও অযোগ্য মনে করে যিশুর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। যিশু তাকে অভয় দিয়ে মানুষ ধরার জেলে করার নিশ্চয়তা দেন (*লুক ৫:৪-১০*)। যিশুকে চেনা ও তাঁরই চরণে আমাদের আত্মসমার্পণ। নিজ আহ্বান ও দায়িত্বে বিশ্বস্ত থাকা।

আত্মসমর্পণ ও আত্মদান প্রকাশ পায় আত্মনিবেদনে। প্রবেশ সংস্কারে (দীক্ষাস্নান, হস্তার্পণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ) যিশুতে অনুসরণ করে ভালোবাসায় বিশ্বাসী মানুষ হয়ে জীবন-যাপন করি। বিবাহ সংস্কারে স্বামী+স্ত্রী যিশুকে অনুসরণ করে ত্রি-ব্যক্তির (পিতা+পুত্র+পবিত্র আত্মা) নামে পরস্পরের কাছে আত্মসমর্পণ ও আত্মদান করে পরিবার (পিতা+মাতা+সন্তান) গঠন করে। উৎসর্গকৃত জীবনেও (যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী) যিশুকে অনুসরণ করে সংঘবদ্ধ (ডাইওসিস ও সম্প্রদায়) জীবনে বিশ্বস্ত থেকে জগতের মাঝে ভালোবাসা প্রকাশ করে (পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদান অনুসারে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ক্যারিজ্যম) সুসমাচার প্রচার করা।

খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবেই সবাই ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের কাজে অংশগ্রহণ করে। পিতার ভালোবাসা পুত্রতে প্রকাশ (*যোহন ৩:১৬*)। যিশু নিজেকে নমিত করে ক্রুশে আজ্ঞাবহ হন (*ফিলিপ্পিয় ২:৫-৯*)। পবিত্র আত্মা শক্তি ও সক্রিয়তা পিতা-পুত্রের ভালোবাসা বহমান ও সৃষ্টিশীল (*শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭*)। আমরা সবাই খ্রিস্টকে অনুসরণ করে খ্রিস্টের দেহরূপ মণ্ডলী গঠনে আহূত হয়েছি।

উপসংহার:- খ্রিস্ট যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে আমরা নতুন জীবনে প্রবেশ করেছি ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আমাদের আহ্বান হল খ্রিস্টকে অনুসরণ করা। আমাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসা দিয়েই জগতে সকল জাতির মানুষের কাছে যিশুর সাক্ষী হতে হয়। "তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে প্রমাণ কর যে, তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য; আর তাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হবেন" (*যোহন ১৫:৮*)। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের জীবনাচরণই প্রকাশ করে আমরা খ্রিস্টের অনুসারী আর এতেই আমাদের আহ্বান পূর্ণতা পায়॥

কবিগুরুর ভাবনায় ঐশ চেতনা

ফাদার এলিয়াস সরকার এস জে

২৫ বৈশাখ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে কবিগুরু নিজের ৭০তম জন্মদিনের আনন্দ সহভাগিতায় বলেছিলেন, "জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার মাঝে তিনি নিজেকে কবিরূপে আখ্যায়িত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। তিনি যেভাবে জীবনকে দেখেছেন, উপলব্ধি ও উদ্‌যাপন করেছেন তার কবিতায় তিনি সেটা উপস্থাপন করেছেন। সমাজের ও জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তার চেতনার বহিঃপ্রকাশ করেছেন তার কবিতার ভাবে ও ভাষায়। শিশুদের মত সহজ ও সরল কিন্তু কৌতূহলমাখা অন্বেষী দৃষ্টিতে তিনি জীবন ও প্রকৃতিকে বিভিন্ন কোণ থেকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছেন। আর সেই চেষ্টার মাঝে তার আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

রবি ঠাকুরের জন্ম এক বনেদি পরিবারে ও সেই পরিবারের আধ্যাত্মিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা ছিল তার জীবনে ঈশ্বর-অন্বেষী হওয়ার একটি অন্যতম আহ্বান। তার সমৃদ্ধ লেখনিতে স্রষ্টার নিকট আকুল নিবেদন ও প্রার্থনাগুলো কবিগুরুর ঐশপ্রেম, ভক্তি ও আস্থার প্রকাশ। প্রথম জীবনে পারিবারিক ধর্মবিশ্বাস (ব্রাহ্মধর্ম) চর্চায় ব্রতী হলেও তার ঈশ্বর অনুভূতি প্রসারিত হয়েছে। তার ঐশ ভাবনা ও চেতনা নিজ থেকে শুরু করে অন্যকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। আর সেজন্যই তিনি শান্তিনিকেতনের মন্দিরের প্রধান ফটকে লিখেছিলেন, "এখানে কোনো মূর্তির উপাসনা হবে না। আর কারও ধর্মবিশ্বাস পাবে না অবজ্ঞা।" এই শান্তিনিকেতনের মন্দিরেই তিনি যিশুখ্রিস্ট ও শ্রী চৈতন্য সম্পর্কে বাণী রেখেছেন এবং গৌতম বুদ্ধ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর স্মরণ দিবস পালন করা শুরু করেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র তার ধর্মচিন্তা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই চেয়েছিলেন যাতে জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম মিলিত হয়েছে, যাতে উপনিষদের সত্যসাধনা, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী-করুণা এবং বৈষ্ণব ও খ্রিস্টধর্মের প্রেমভক্তি একত্রে সমন্বিত হয়েছে, অথচ যা সর্বতোভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী। সে মন একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ, আচারপদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী।"

সকল "সীমার মাঝে, অসীম" ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন তিনি (গীতাঞ্জলি, ১২০)। এটি তার আধ্যাত্মিকতার অন্যতম এক পরিচয়। তার লেখায় তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন ও অস্পৃস্যদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। যা পবিত্র ও জীবন্ত ছিল না এবং মানবের মুক্তি সাধন করেনি সেসব কিছুই তিনি বর্জন করেছেন। কাহিনী কাব্যের "সতি" কবিতায় আমরা শুনতে পাই তার কণ্ঠ, "বৃথা আচার বিচার। সমাজের চেয়ে হৃদয়ের নিত্য ধর্ম সত্য চিরদিন।" বিশ্বমানবিকতার কবি হিসেবে তিনি ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনার প্রেক্ষিতে সমাজগত ধর্মসাধনার প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। তার চিন্তায় তিনি বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি তার অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। তার ভাবনা ছিল সংস্কারমুক্ত ও ভেদাভেদশূন্য।

তিনি সংসার মাঝে বৈরাগ্য গ্রহণ করেছেন সকল মন্দকে পরিহারের চেষ্টার মধ্যদিয়ে। সংসার ত্যাগ করে মরুবাসী হয়ে নয় বরং মানুষের মাঝে থেকেই তিনি ঈশ্বরের অন্বেষণ করেছেন তাই তিনি বলেছেন, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়... ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।" আমাদের সর্বসত্তা দ্বারা যেন আমরা মানুষের প্রয়োজন বুঝতে পারি, তাদের সাহায্যের মধ্যদিয়ে যেন তাদের ভালোবাসতে পারি। ধ্যানে বসে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বর অন্বেষণের চেয়ে এটা কবিগুরুর কাছে অধিক কাম্য। আর এটাই কবিগুরুর মানবপ্রেমের মর্মসত্য। চৈতালি কাব্যের "পুণ্যের হিসাব" কবিতায় তিনি লিখেছেন, "যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।" ঈশ্বর বন্দনা ও পূজাকে তিনি মানবপ্রেমের সাথে এক করে দেখেছেন। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের আলোকে তার এই ভাবনা একজনের সমস্ত হৃদয়, মন ও শক্তি দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার সমতুল্য। আর সৃষ্টির মধ্যদিয়ে স্রষ্টার বন্দনাই সর্বোত্তম পন্থা। কবিগুরুর জীবনদেবতা সাধারণের মাঝে বাস করেন। "ধূলামন্দির" কবিতায় তার আধ্যাত্মিকতার পরিচয় মেলে যে দেবতাকে মাদার তেরেজার মত অবহেলিত, দুস্থ ও জনসাধারণের মাঝে অন্বেষণ করতে হবে তবেই আমাদের ভালোবাসার পূজন স্বার্থক হবে।

সংগীতের মাঝে তার আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ সকলেরই দৃষ্টিগোচর। তার অনেক কবিতায় তিনি সুর দিয়ে অর্থপূর্ণ প্রার্থনা সংগীতে রূপান্তর করেছেন। সংগীতের কথামালায় তার আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ প্রকাশ পায়। স্রষ্টার নিকট আকুল মিনতি যেন ভক্তের অন্তর বিকশিত করে, দহন দানে পুণ্য করে, ক্লান্তির ক্ষমা দান করে, মোচন করে সকল বন্ধন এবং শক্তি ও ভক্তি দান করে। স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা তার ধর্মীয় সংগীতের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করে। তার এরূপ সংগীতগুলো বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম ভেদে ভিন্ন আধ্যাত্মিক অর্থ বহন করে। খ্রিস্টীয় চেতনার সাথে যে গান ও কথাগুলো মিলে যায় সেগুলো অতি গভীর খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করে। "ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়" পুনরুত্থিত যিশুর জয়গান করে। "তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর তুমি তাই এসেছ নীচে" বলতে আমাদের ভালোবেসে যিশু স্বর্গ ছেড়ে মানব হয়ে ধরাতলে নেমে এলেন। "আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে" কবিগুরুর এই কথাগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তিনি আমাদের জীবন দান করেছেন এবং আমাদের প্রিয়জন, জীবন যাপনের সব কিছু, প্রকৃতি-পরিবেশ সবই তার সৃষ্টি, তিনি মহান।

জীবন শেষে কবিগুরু সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যান নি; আমরা কেউই নিয়ে যাবো না। এই চিরন্তন সত্য বাস্তবতা উপলব্ধি করেই কবি রচনা করেছিলেন "সোনার তরী"। কবির সঞ্চিত সকল অমূল্য সম্পদ রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য যেন আমরাও তার মত অসীমের অন্বেষণ করে আমাদের জীবনকে আরও পূণ্যমণ্ডিত করতে পারি। জীবনতীর্থে আমরা সকলে যেন কবিগুরু মত স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। আমরা যেন নিজেদের ইচ্ছার চেয়ে তাঁর ইচ্ছা আমাদের জীবন মাঝে পূর্ণ করতে পারি, আর তাই গীতাঞ্জলির (১) ভাষায় কবিগুরুর প্রার্থনা হোক আমাদের অন্তরের অভিব্যক্তি- "আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে- তোমারই ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে।"

তথ্যপঞ্জি:

https://rb.gy/71uqe
https://rb.gy/8bbhy
https://rb.gy/yvq4z
https://rb.gy/o6rl8
https://rb.gy/w688m
https://rb.gy/8xfww .

ফ্ল্যাট বিক্রয়

ছয় তলা ভবনের ছয় তলায় সাড়ে ১১ শত স্কয়ার ফুটের রেডিমেড ফ্ল্যাট (তিন বেড, এক ড্রয়িং তিন বাথরুম, দুই বারান্দা, গ্যাস সংযোগ আছে) বিক্রয় হবে। ক্রেতা খ্রিস্টান হওয়া আবশ্যক।

ঠিকানা

৭৯/৪ বড়বাগ
মিরপুর ঢাকা-১২১৫
যোগাযোগ: ০১৭১৪১৬৪৮৯০

বিজ্ঞ/১৫৪/২৩

নার্সিং এক মহৎ পেশা

মালা রিবেরু

সেবা অথবা ইংরেজীতে নার্সিং যাই বলিনা কেন, এটি প্রতিষ্ঠানিক বা পেশাহিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আগে থেকে চলমান, যা এখনো বিদ্যমান। কারণ আমরা সামাজিক জীব, তাই পরিবারে, আত্মীয়স্বজন অথবা প্রতিবেশি কেউ অসুস্থ হলে প্রাথমিকভাবে সেবার হাত বাড়িয়ে দিই। তারপর অসুস্থতার উপর নির্ভর করে হাসপাতালে সেবার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয় ।

নার্সিংকে পেশা হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি দিতে যে মহীয়সী নারী পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার কথা, তার নাম আমরা জানি, তিনি হলেন ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। নাইটিংগেল হলো তার পদবী আর ফ্লোরেন্স হলো তার ডাক নাম। তার বাবামা খুবই সৌখিন ছিলেন, তাদের ভ্রমণকালে ইটালীর ফ্লোরেন্স শহরে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা-বাবা ব্রিটিশ নাগরিক ছিলো কিন্তু ফ্লোরেন্স শহরটি এর মা এর কাছে এতই ভালো লাগে তিনি খুশি হয়ে মেয়ের নাম ফ্লোরন্স রাখেন। ফ্লোরন্স এর পরিবার চার্চ অব ইংল্যান্ডের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তিনি যিশুর জীবনার্দশে অনুরাগী হয়ে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং নান সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং অন্যান্য ভগিনীদের হয়ে সেবাকাজের জন্য উৎসাহী হয়। প্রথমদিকে তার এই কাজের জন্য পারিবারিকভাবে অনেক বাধার সম্মুখীন হন, কারণ তার বাবা-মা খুবই ধর্নাঢ্য ছিলো, তাদের চাওয়া ছিলো ফ্লোরেন্স খুবই রাজকীয় জীবন-যাপন করেন, কিন্তু তিনি সাদাসিধে ভাবে চলতে পছন্দ করতেন, পারিবারিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মানবসেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয় এবং পরর্বতীতে তার পরিবার তা মেনে নিতে বাধ্য হয় ।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল নাম সারাবিশ্বের মানুষের নজরে আসে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে, যেখানে দেখা গেছে প্রতিদিন শতশত সৈনিক মারা যাচ্ছে, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল দিকনির্দেশনায় মমতাময়ী হাতের স্পর্শে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। এইযে মন থেকে ভালোবেসে সেবা দেওয়ার মনোবৃত্তি থেকে সেবা দিয়ে তারা অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে গেছে যুদ্ধাহত সৈনিকরা, তার মহৎ কাজের জন্য অনেকে পুরস্কৃত করেছেন এবং অনেকে সম্মান পেয়েছেন ।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের হাত দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যদিয়েই উপমহাদেশে এই পেশার আবির্ভাব ঘটে। সেই সময় সমাজের মানুষ এই পেশাকে বিশেষ ভালো চোখে দেখতো না, বিশেষ করে রাতে ডিউটি করা। তাই সমাজের অবহেলিত, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত মহিলারা এই পেশাতে যোগদান করেন। দেখা গেছে একজন মেয়ে হয়ে সমস্ত গুণাবলী থাকার পরেও বিয়ে হয় নাই, সমাজের মানুষ এই পেশাকে বিশেষ ভালো দৃষ্টিতে দেখতো না ।

যুগের সাথে সাথে পরির্বতনের ধারাবাহিকতায় অবিবাহিত মেয়েরা চ্যালেঞ্জ সহকারে এই পেশায় আসতে থাকে এবং আন্তরিকতার সাথে মানুষের সেবা করতে থাকে, তাদের এই উৎর্সগকৃত জীবন দেখে আস্তে আস্তে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হতে থাকে। এখন অনেক উচ্চশিক্ষিত ধর্নাঢ্য পরিবারের মেয়েদের এই পেশায় আসার জন্য ভর্তিযুদ্ধে পাশ করার প্রতিযোগিতা দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন দেখা যায় বিয়ের ক্ষেত্রে, আগে যারা বিয়ে করতে গিয়ে নার্স বা সেবিকা দেখে ফিরে এসেছে, এখন ছেলের জন্য খোঁজে নার্স। সেবিকা বা নার্স যে একটা পরিবারের জন্য কত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা অনুভব করে যে পরিবারের নার্স বা সেবিকা না থাকে।

নার্স বা সেবিকা যাই বলি না কেন প্রতি দেশে বা সমাজে এদের যে আত্মত্যাগ বা মহানুভবতা দেখতে ভূমিকা পাই কোভিড-১৯ অতিমারি প্রার্দুভাবের সময়কালে। স্বামী, সন্তান, পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের জীবনের কথা চিন্তা করে অন্যের জন্য দিনরাত সেবা করে গেছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে রক্ষা পেয়েছে কোটি কোটি মানুষের জীবন, টাকার বিনিময়ে এই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমাদের নাই।

সবারজন্য আত্মত্যাগী মহিয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলকে সম্মননা জানিয়ে প্রতিবছর ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই বৎসর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Our Nurses, Our Future" অথাৎ "আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ"। তাই আসুন আমরা এই বৎসরের প্রতিপাদ্য সামনে রেখে নার্সিং বা সেবা পেশাকে যথাযথ সম্মান ও মূল্যায়ন করি, উৎসাহিত করি, তাহলে যেকোন মুহূর্তে তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সেবা পেয়ে থাকবো॥

"পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত"

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?

তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল..... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সংঘের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও "এসো দেখে যাও"এর প্রোগ্রামের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন, ১ জুন হতে ৭ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সময়: ১ জুন হতে ৭ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
আগমন: ১ জুন বৃহস্পতিবার, বিকাল ৬ টার মধ্যে
স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:
স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আহ্বান পরিচালক **ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই** মো: ০১৭১৫-২৪৪৭৯৬ ০১৭৪২-২৪৯২৪২	**ফাদার রকি কস্তা ওএমআই** পরিচালক (অবলেট সেমিনারী) মো: ০১৭১৫-৪৩৭৭৭৭ **ফাদার সুবাস কস্তা ওএমআই** মো: ০১৮২২৮৬৭৬৮৬	**ফাদার সুবাস গমেজ ওএমআই** সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট মো: ০১৭১৬-৫৮৬৪১৪ **ফাদার দিলীপ সরকার ওএমআই** মো: ০১৭১১-৯২০০০৪

বিজ্ঞ/১৫২/২৩

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেড

ক্রুসেড বলতে ধর্মযুদ্ধ বোঝায়। একাদশ শতকের শেষ দিকে শুরু হয়ে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম ও ইউরোপের খ্রিস্টানগণ বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ক্রুসেড শুধু ধর্মযুদ্ধ নয়, অনেক সময় ভৌগলিক ও ধর্মীয় ভাবে বিভক্ত দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবাদ থেকে ক্রুসেডগুলো সংঘাটিত হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও ক্ষমতা বিস্তার ছিল ক্রুসেডের অন্যতম কারণ।

মধ্যযুগে ইউরোপের খ্রিস্টানদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইসলাম ধর্মের প্রসার। অষ্টম শতকের মধ্যেই ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর উওর আফ্রিকা ও স্পেনের অধিকাংশ অঞ্চল মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে। অন্যদিকে ইউরোপের জনগণের উপর খ্রিস্টধর্মের নেতৃবৃন্দ ইউরোপের জনগণকে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হন।

মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে জেরুজালেম পবিত্র ভূমি হিসেবে বিবেচিত এবং অন্যতম তীর্থস্থান। খ্রিস্টানদের মধ্যে জেরুসালেম শহরটি পবিত্র স্থান কারণ এখানে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু হয়েছিল। যিশুখ্রিস্টকে এই শহরেই সমাহিত করা হয়েছিল। শত শত বছর ধরে জেরুসালেমের সেপালকার গির্জায় প্রার্থনা করে পূণ্য লাভ করতেন। ইসলাম ধর্মের প্রসারের পর এবং এক বিরাট যুদ্ধে জেরুসালেমের শহরটি মুসলিমদের কাছে চলে যায়। তবে জেরুশালেম তীর্থ স্থানগুলোতে খ্রিস্টানরা যেতে পারত কোন বাঁধা ছিল না।

১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে আনাতোলিয়া মাসকরা খ্রিস্টানদের জেরুশালেম শহরে যেতে বাঁধা দেন। এই ঘটনা পোপ দ্বিতীয় আরবানকে ক্ষুব্ধ করে। এছাড়া বাইজেনটাইন সম্রাট প্রথম আলিস্কিয়াসের ভয় ছিল। সেলজুক সাম্রাজ্য তারা দখল করে নিতে পারে। এ হেতু তিনি সেলজুক সাম্রাজ্যের বিস্তার প্রতিহত করতে পোপের সাহায্য চান। আলেক্সিয়াস পোপকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রসার কনস্টানটিনোপলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

১০৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর ফ্রান্সের ক্লেরমেন্ট শহরে পোপ দ্বিতীয় আরবান এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন। তিনি বলেন খ্রিস্টানরা যদি জেরুসালেম উদ্ধার করতে যুদ্ধে যান তাহলে ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। পোপের এই ঘোষণায় ইউরোপের যোদ্ধারা এবং সাধারণ মানুষও অস্ত্র হাতে তুলে নেন। একই সাথে ইউরোপের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিজয় থেকে অর্জিত ভূমি ও বাণিজ্যিক কারণে ইউরোপের সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের জন্য প্রলুদ্ধ করে তোলেন। অন্যদিকে সম্রাট অ্যালস্কিয়াস পোপের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে দেন যে, যুদ্ধ শেষে ****** এলাকা দখল করা হবে সে সবই আর সাম্রাজ্যের অংশ হবে।

দুই শতাব্দী ধরে চলা আটটি ক্রুসেডের মধ্যে প্রথমটি শুরু হয় ১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রুসেডের যোদ্ধারা জেরুশালেম শহরটি উদ্ধারের জন্য যাত্রা করে। পবিত্র জেরুশালেমের ভূমিতে ******যাত্রায় তারা বহু নিরাপরাধ লোককে হত্যা করতে থাকে।

৭৫ হাজার ক্রুসেডের বাহিনী সেলজুক রাজধানী নিকায়া দখল করে। এরপর তারা বিভিন্ন শহর দখল করে জেরুশালেমে পৌঁছায়। জেরুসালেমের শাসক ছিলেন মিশরীয় ফাতিমি শাসক ইফতেকার আদ-দৌলা। তার অধীনে ছিল তিন হাজার সৈন্য ও ৫০০ অশ্বারোহী। দীর্ঘ অবরোধ শেষে ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে জেরুশালেমের শাসক আল-দুলা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। সৈন্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় ক্রুসেডের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন।

ক্রুসেডের বাহিনি আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে। তারা ইহুদি মন্দির দখল করে এবং সেখানে আশ্রয় নেওয়া ইহুদিদের হত্যা করে। ক্রুসেডের বাহিনী জেরুশালেম দখল করে সেখানে রাজত্ব দখল করে। এই ক্রুসেডের বিজয় সংবাদ পাবার আগেই পোপ দ্বিতীয় আরবান ইহধাম ত্যাগ করেন। ৯

সূত্রঃ ১। উইকিপিডিয়া কমনস
২। প্রথম আলো।

২২তম মৃত্যুবার্ষিকী

তোমরা আছ আমাদের হৃদয়ে

২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত বিচিত্রা রোজলিন গমেজ
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম : ৪ এপ্রিল, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ মে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

তোমরা কেমন আছ? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এই পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা শত দুঃখ কষ্টেও শুধুমাত্র তোমাদের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি। তোমাদের কথা মনে হলে প্রাণ বারবার কেঁদে ওঠে। এ জগৎ সংসারে তোমাদের সুন্দর জীবন আদর্শের গুণাবলী আমাদের নিত্য দিনের চলার পথের পাথেয়। নিশ্চয়ই তোমরা বাবা-মেয়ে স্বর্গে প্রভুর সাথে সুখে আছ। স্বর্গ হতে প্রতিনিয়ত তোমরা আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো, আমরা যেন তোমাদের জীবনের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মঠ ও বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর ভালোবাসাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : শিশিলিয়া গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ : দিলীপ-পুষ্প, অনুপ-সম্পা, অসীম-চামেলী ও ব্রাদার রিপন সিএসসি
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুচিত্রা-হেনরী, সুমী-অপু এবং ভুবন
নাতি-নাতি বউ : জনি-শশী, নিবিড়, অর্পণ ও অনুরুদ্ধ
নাতিন ও জামাই : হ্যাপী-অনিক, কিশোরী-সুজন, বিন্দু-রেক্সি, বৃষ্টি-অনিক, অন্তী, অর্থী, নদী, অর্না, রিমঝিম ও অরিন।
পুতিন : প্রান্তর, সুর, অনয়া, আরিয়া
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১৪৮/২৫

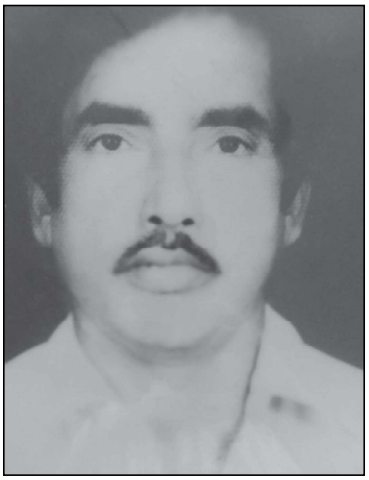

ধর্ম ক্লাশে ছাত্রদের প্রশ্ন

মাস্টার সুবল

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ, যিশুর যাতনাভোগের সময়ে, ঢাকার নারিন্দা সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে আমি তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের ধর্ম ক্লাশে শিক্ষা দেই। তখন কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ছিলেন, স্বর্গীয় ব্রাদার রবার্ট হিউস সিএসসি। আমি ধর্ম ক্লাশে ছাত্রদের কাছ থেকে এমন কিছু প্রশ্ন পাই যা আমার জীবনে এরকম প্রশ্ন বা প্রশ্নের উত্তর কোন ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং অন্যকোন ব্যক্তির কাছ থেকেও পাইনি। তাছাড়া কোন ধর্ম বিষয়ক বই-পুস্তক, বিভিন্ন সভা-সমিতি বা ধর্ম বিষয়ক অনুষ্ঠানেও এরকম প্রশ্ন নিয়ে কোন সময় আলাপ-আলোচনা বা সমালোচনাও করতে দেখিনি। ইচ্ছা ছিল যিশুর যাতনাভোগের সময়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ফাদার কমল কোড়াইয়ার সময় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর আপনার প্রশ্ন বিভাগে বিষয়টা তুলে ধরার জন্য কিন্তু তা তুলে ধরিনি। এর পর যিশুর যাতনাভোগ সময়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ফাদার জয়ন্ত এস গমেজের সময়েও বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেও তুলে ধরিনি। তবে জানিনা এবার যিশুর যাতনাভোগ সময়ের শেষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পুনরুত্থান সংখ্যায় বিষয়টি তুলে ধরার ইচ্ছা জাগে কেন তা একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরই জানেন। বিষয়টি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পুনরুত্থান সংখ্যায় ছাপার জন্য মনোনীত হোক বা না হোক তাতে আমার কোন দুঃখ নেই।

বলার কথা, বলতে চাই, ছাত্রদের কাছ থেকে ধর্ম ক্লাশে যে রকম প্রশ্ন পাই। ছাত্রদের প্রশ্ন অল্প হলেও তা ব্যাখ্যা করে বুঝানো ভীষণ কঠিনতম। নীচে ছাত্রদের প্রশ্ন আর শিক্ষকের উত্তর দেয়া হল।

প্রশ্নঃ যিশু এবং মা-মারীয়া মানুষ হয়েও তাদের আদিপাপ ছিলা না কেন?

উত্তরঃ যিশুর আদিপাপ ছিলনা কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বরপুত্র। তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেন। মা মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় আদিপাপ মুক্ত ছিলেন।

প্রশ্নঃ যিশু এবং মা মারীযা আদিপাপ মুক্ত ছিলেন, তবে তারা কেন দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন।

উত্তরঃ যেহেতু যিশু ও মা মারীয়া মানুষ ছিলেন, সেহেতু তারা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন। পাপ থাক আর না থাক দীক্ষাস্নান গ্রহণ করা কোন অপরাধ নয়। মানুষের একটি নিয়ম আছে পাপ থাক আর না থাক বৎসরে প্রায়শ্চিত্তকালে একবার পাপস্বীকার করতেই হবে।

প্রশ্নঃ যিশুর শরীর ধূলিতে পরিণত হয় নাই, আবার মা মারীয়া স্বর্গোন্নয়ন করায় তার দেহ ও ধূলিতে পরিণত হয় নাই কেন?

উত্তরঃ যিশু এবং মা মারীয়া আদিপাপমুক্ত থাকায় তারা আদিপাপের অভিশপ্ত নয়, আর সেজন্যেই যিশুর পুনরুত্থানে এবং মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নে দেহ ধুলীতে পরিণত হয় নাই। তবে পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, পৃথিবী ধ্বংসের পর সবাই পুনরুত্থান করবে। তখন সবাই শশরীরে স্বর্গে থাকবে।

শ্রদ্ধেয় ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারসহ আমি সমস্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পাঠক ও পাঠিকাদের বলতে চাই, আমি আমার ছাত্রদের প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে দিয়েছি। আমি মনে করি, আমার ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে আমার সাথে অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে। এ বিষয়ে যদি কেউ ব্যাখ্যা দিয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে প্রকাশ করেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। যদি আমার কোন উত্তরে বা লেখায় কোন ভুল থাকে তবে আমি সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৫ম শ্রেণি
হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

জীবনাহ্বান

যিশু বাউল

আহ্বান হলো
ঐশ নিমন্ত্রণে হ্যাঁ বলা
সম্পূর্ণ সত্তায় খ্রীষ্টের নিকট
নিজেকে সঁপে দেওয়া, নিজেকে শুণ্য করা।

আহ্বান হলো
ঐশ নিমন্ত্রণে আত্ম-সমর্পণ করা
ঐশ ইচ্ছার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া
প্রেম ও সেবা ব্রতে খ্রীষ্টের সাথে একাত্ব হওয়া।

আহ্বান হলো
ঐশ উপলব্ধি ও আনন্দে হৃদয় ভরপুর করা
ত্যাগের মহিয়ান ব্রতে পথ চলা
যীশু নামের আনন্দ যজ্ঞে নিজেকে সিক্ত করা।

আহ্বান হলো
ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া
পার্থিব ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা
শুণ্যতার মধ্যে পূর্ণ হওয়া; ঐশ প্রেমে পাগল হওয়া।

আহ্বান হলো
ঈশ্বরের মহাদান যা গ্রহণ করি নিঃস্বতার শুণ্য পাত্রে
পূর্ণতা পায় বাধ্যতা, দরিদ্রতা ও কৌমার্য ব্রতে
পথ চলার আনন্দ ঐশ মহিমা-কীর্তনের নব বার্তাতে।

আহ্বান হলো
জীবন ধ্যানে ঈশ্বরের মধু নাম স্মরণ করা
যীশু প্রেমে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া
'বিশ্বাস-আশা-ভালবাসা' নিবির বন্ধনে
খ্রীষ্টময় হওয়া।

ধানজুড়ি কুষ্ঠ হাসপাতালে প্রতিবন্ধীদের তীর্থ উদ্‌যাপন

আইরিন মার্ডী ▯ বিগত ৬-৮ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পূণ্য সপ্তাহে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা কুষ্ঠ হাসপাতাল ধানজুড়িতে প্রতিবন্ধীদের তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ৮৯জন প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা অংশগ্রহণ করে। বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ, ফাদার কেরবিম বাকলা ও অন্যান্য ফাদার-সিস্টারগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন সন্ধ্যায় পরিচয়পর্ব ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয়। পরের দিন শুক্রবারে তারা গ্রামে গ্রামে খ্রিস্টভক্তদের সাথে ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করে। শনিবার সকালে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয় এবং শেষে পা ধোওয়া অনুষ্ঠান হয়। বিশপ পা ধোওয়া অনুষ্ঠান শুরু করার পর সবাই একে অপরের পা ধুয়ে দেয়। এরপর খেলাধুলা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রতিবন্ধীদের মিলন মেলা সমাপ্ত করা হয়॥

১০৮তম ম্যারেজ এনকাউন্টার সপ্তাহান্ত পালিত

এডওয়ার্ড হালদার ▯ বিগত ১৩-১৬ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউড, সাগরদীতে হয়ে গেল ১০৮তম ম্যারেজ-এনকাউন্টার সপ্তাহান্ত, ২০২৩। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। ১৫ জোড়া দম্পতি, কমিশন সদস্য এ সপ্তাহান্তে যোগ দান করেন। ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুশ, মার্কাস গমেজ, ফ্লোরেন্স গমেজ, রবি আলেকজান্ডার দরেজ, রুবী ফিলোমিনা কোড়াইয়া, সুরেন কস্তা এবং ডমিনিকা রোজারিও সপ্তাহান্তটি পরিচালনা করেন। নিজ নিজ অধিবেশনে উপস্থাপনার সাথে জীবন সাক্ষ্য অংশগ্রহণকারীদের জীবনকে প্রতিফলিত করতে অনেক সহায়তা করেছে। বিশেষভাবে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হলো: অনুভূতি, ব্যক্তিত্ব, আচরণ, শ্রবণ, সংলাপ এবং সংলাপের দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়া। ১০৮তম অধিবেশন শেষ হয় খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে। যেখানে দম্পতিরা আবার বিবাহ প্রতিজ্ঞা নবীকরণ করেন। ১০৮তম ম্যারেজ এনকাউন্টার সপ্তাহান্তে উপস্থিত ছিলেন ফাদার ডেভিড ঘরামী, কনভেনর, পরিবার কমিশন এবং কমিশন সদস্যগণ। আয়োজনে ছিল পরিবার কমিশন, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস। পরিশেষে সংক্ষিপ্তাকারে আনন্দ সহভাগিতা করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে এ ম্যারেজ এনকাউন্টারের সপ্তাহান্ত সমাপ্ত হয়॥

জবইগ্রামে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

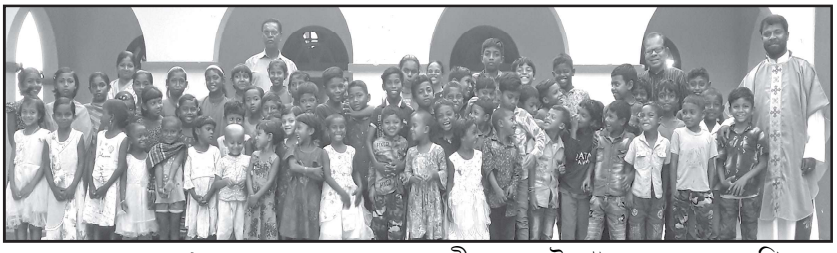

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু ▯ গত ১৮ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার ধানজুড়ি ধর্মপল্লীর অধীনস্থ জবই গ্রামে ৮০ জন শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধানজুড়ি ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু। বিশেষ করে তিনি প্রার্থনা, ধর্মীয়গান, পড়াশুনা বিষয়ে তাদের উপদেশ দেন। খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার, কাটেখিষ্ট মাস্টার, দিদিমনিগণ তাদের উদ্দেশে কিছু শিক্ষামূলক উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর, প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস সমাপ্ত করা হয়॥

বলদিপুকুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি ▯ ২১ এপ্রিল ২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার বলদিপুকুর ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। “মূলসুর: সিনডীয় মণ্ডলীতে শিশুদের মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণ দায়িত্ব।” বিভিন্ন গ্রাম থেকে এনিমেটরগণ ছেলে-মেয়েদের ধর্মপল্লীতে নিয়ে আসেন। আগত মোট শিশুদের সংখ্যা ৯৪ জন, ৭ জন এনিমেটর, ফাদার ৩ জন ও সিস্টার ২ জন। শিশুদের নাম রেজিস্ট্রেশন, ধর্মক্লাশ, র‍্যালীর পরপরই টিফিন দেওয়া হয়। অতপর শিশুদের নিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার সিলাস কুজুর ও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম ফিলিপ মূর্মূ। ফাদার জসীম উপদেশে বলেন, যিশু শিশুদের ভালোবাসেন তাই আমাদের সৎ

ও ভালো হতে হবে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর পবিত্র বাইবেল কুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। পবিত্র বাইবেল কুইজ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফাদার সিলাস কুজুর ও ফাদার জসীম মূর্মূ। অবশেষে ফাদার জসীম সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

‘‘মাঘ ফাগুনের গল্পগাথা’ ’বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

সজল বালা ▯ ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার, মাদার তেরেজা ভবন, তেজগাঁও এ লেখিকা জেন কুমকুম ডি'ক্রুজের প্রথম বই ‘‘মাঘ ফাগুনের গল্পগাথা’’ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও, লেখক খোকন কোড়ায়া এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। লেখিকার ধর্মপল্লী শুলপুরের পালক পুরোহিত ফাদার লিন্টু কস্তার প্রার্থনা ও অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। স্বাগত বক্তব্যে ফাদার বুলবুল বলেন, এই বইটি লেখিকার সন্তানের মত যা তার অনেক দিনের প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফসল। এরপর বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশেষ অতিথি বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু, ফাদার লিন্টু কস্তা, ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও এবং বইটির লেখিকা জেন কুমকুম ডি'ক্রুজ। বইটির লেখিকা তার অনুভূতি প্রকাশে তুলে ধরেন বইটি লেখার পিছনে তার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার গল্প। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে কর্মরত ছিলেন। যদিও এটি তার প্রথম বই কিন্তু তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করেন। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ বলেন, বই আমাদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। তাই ভাল মানুষ হতে হলে বই পড়তে হবে। এছাড়াও তিনি লেখিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিশপগণ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তারা লেখিকাকে সাধুবাদ জানান এবং আগামী দিনের জন্য শুভ কামনা রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬৫ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন॥

ডন বস্কো কাথলিক মিশন, উত্তরা'য় হলি ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো

মজেস হাঁসদা এসডিবি ▯ গত ২০-২৪ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত, উত্তরা'য় সাধু ডন বস্কো কাথলিক মিশনে “তোমার বাণী প্রভু আমার পথের আলো” এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বিভিন্ন উপকেন্দ্র , ব্লক ও সেক্টর থেকে আগত ৩য় থেকে ১০ম শ্রেণী পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পাঁচ দিনের একটি “হলি ডে ক্যাম্প” অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের অলোচনার প্রধান বিষয়গুলো ছিল, বাইবেল পরিচিত, খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও আর্দশে বেড়ে উঠা, খ্রিস্টীয় জীবনে ঐশবাণী, বাইবেলের কয়েকটি মুল শিক্ষা, বাইবেলের কয়েকটি প্রধান ঘটনা, বাইবেলে প্রার্থনা, এসো আমরা প্রার্থনা করতে শিখি: ঐশবাণী ঘোষণা, মণ্ডলীর জন্ম ও প্রচার এবং প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব। ক্লাসগুলো মুলত ফাদার এবং সালেসিয়ান ব্রাদারগণ ছেলে-মেয়েদের দু'টি দলে(সিনিয়র+জুনিয়র) বিভক্ত করে প্রদান করেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার গ্রুপ গেমস্, এ্যাকসান সং, গান ক্লাস, বক্তব্য, বাইবেল নাটিকা, গল্প বলা, কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং প্রতি সন্ধ্যায় ফিল্ম প্রদর্শণের মধ্যে দিয়ে হলি ডে ক্যাম্পকে প্রাণবন্ত করে রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সিনিয়র সালেসিয়ান অ্যাসপায়ারেন্টসগণ। ছেলে-মেয়েরা সব কিছুতে অনেক আগ্রহ সহকারে ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পুরস্কার জিতে নেয়। আগত সকলের জন্য এটি একটি নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা ছিল এবং সকলেই পরবর্তীতেও যেন এধরণের ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে। পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রাইজ বিতরণের পর পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এই হলি ডে ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় সর্বমোট ৩০ জন ছেলে-মেয়েকে এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়॥

কমিশনগুলোর বার্ষিক সাধারণ সভা- ২০২৩

এডওয়ার্ড হালদার ▯ গত ২৪ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের কমিশনগুলোর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪টি কমিশের সকল সমন্বয়কারীগণ, সেক্রেটারীগণ এবং সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দিনের শুরুতে উদ্বোধন প্রার্থনা পরিচালনা করেন ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ। কমিশনগুলোর সাধারণ সভায় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিওকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়। সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ফাদার লাজারুস গোমেজ, ভিকার জেনারেল, ফাদার ডেভিড ঘরামী, ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ে গোমেজ। ২য় অধিবেশনে কমিশনগুলোর কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সহভাগিতা করেন যোয়াকিম বালা। এরপরে বিশপ মহোদয় কমিশন সম্পর্কীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। ৩য় অধিবেশনে ছিল কমিশনগুলোর ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা। বিশপ মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন; আমরা যেন এক সাথে পথ চলতে পারি এবং একটি সিনোডাল মণ্ডলী গঠন করতে পারি। কমিশনগুলো যেন সমন্বয় করে প্রোগ্রাম পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বাজেটের দিকে স্বচ্ছতা রেখে পথ চলে। পালকীয় সেবা দলের পরিচালক হিসাবে ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ে গোমেজকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। তিনি দেশের বাইরে যাওয়ার কারণে তার পরিবর্তে ফাদার পলাশ হালদারকে পালকীয় সেবা দলের পরিচালক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বিশপ মহোদয় দুই ফাদারকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বমোট ৭৬ জন কমিশন সদস্য উপস্থিত ছিলেন॥

বাড়ী ভাড়া

১০/ই, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও কলেজের গলিতে ৪র্থ তলায়, ২ বেড, ড্রইং-ডাইনিং, দুই বাথরুম, কিচেন ও দুইটি বারান্দা সহ একটি ফ্ল্যাট আগামী জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ভাড়া হবে।

যোগাযোগ

০১৫৫২-৪৪২৭৫০
০১৭৬৫-৫৮৬৩১৮

বিজ্ঞ/১৫৬/২৩

৩৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত রিচার্ড ফ্রেজার (ডিকি)
জন্ম: ২ জুলাই, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৬ মে, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিন ভাদার্তী, তুমিলিয়া মিশন

প্রিয় ডেডি,

বছর ঘুরে আবার এসেছে তোমার বিদায়ের সেই দিন। যে দিন তুমি আমাদের স্নেহ ও ভালবাসার বাধন ছিড়ে চলে গেছ অনন্তধামে। তুমি ছিলে নম্র, সরল, শান্ত ও দানশীল খ্রিস্ট বিশ্বাসী, বাবা তুমি ছিলে আমাদের শক্তি ও প্রেরনার উৎস। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তুমি চলে গেছ আমাদের নিঃশ্ব করে। তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয়ের মাঝে। তোমার শূণ্যতা আমরা প্রতিদিন অনুভব করি। তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর, যেন আমরা তোমার আদর্শগুলো নিয়ে সবাই সুস্থ্য সৎপথে আনন্দে জীবন যাপন করতে পারি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমার ভালোবাসার পরিবার
স্ত্রীঃ বারবারা ফ্রেজার
মেয়েঃ হেলগা ফ্রেজার
বড় ছেলে ও বৌঃ গ্লেন ও লাভিনা ফ্রেজার
ছোট ছেলে ও বৌঃ সানি ও শারমিন ফ্রেজার
নাতী ও নাতনীঃ যশুয়া ও জেনেভিন ফ্রেজার

বিজ্ঞ/১৪৫/২৩

৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

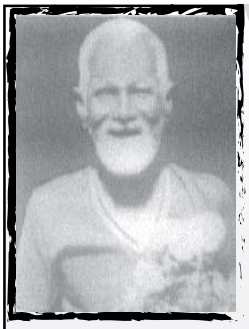

প্রয়াত পল পালমা
জন্ম : ০২ ডিসেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৩ মে, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া মিশন

দেখতে দেখতে ৩৬টি বছর পার হয়ে গেল। যদিও আজ তুমি নেই তবু আমাদের জীবনে তোমার অভাব এখনও প্রকট। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে তুমি শান্তিতে থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে যেন, তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডরথী আর. পালমা
ছেলে-ছেলে বৌ : সুজিত-রত্না, সুধীর-ওয়েন্তি
মেয়ে-মেয়ে জামাই : পাস্কা-মৃত জেম্‌স অরুণ, মালতী-জন, রীনা-পরিমল, রীটা-মাইকেল
নাতি-নাতনী : রনা, অংকন, অর্পণ, শাওন, তূরী, বেনডেন, ইলেন, স্তুতি, আর্চি ও এমিলিন পালমা।

বিজ্ঞ/১৫০/২৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তবিলী সমূহ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা	অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম ঃ এরিয়া ব্যবস্থাপক (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০১ টি **বয়স ঃ** ৩০-৩৫ বছর (৩০/০৪/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্নাতকোত্তর পাস। **বেতন :** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা। **কর্মস্থল :** মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, এবং কালীগঞ্জ এরিয়া। **যোগাযোগ দক্ষতা :** মৌখিক এবং লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার সম্পর্কিত দক্ষতা ঃ ইন্টারনেট, কম্পিউটারে MS Office (MS Word, Excel, Power Point ইত্যাদি) পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে।	• গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • যেকোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত পদে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমপক্ষে ০৫ বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন প্রার্থীগণ এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। • এরিয়া আওতাভুক্ত পাঁচ থেকে ছয়টি শাখা অফিসের কার্যক্রম মনিটরিং করা, আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, লাভজনকভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, তহবিল ব্যবস্থাপনা করা, কর্মসূচীর বিভিন্ন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা ও শাখার সকল কর্মী ও কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করার কাজে দক্ষ হতে হবে। • দক্ষতার সাথে শাখা অফিসের যাবতীয় লেনদেন এবং হিসাব-নিকাশ সম্পাদনে সক্ষম হতে হবে। শাখা অফিসের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতে দক্ষতা থাকতে হবে। • আঞ্চলিক, কেন্দ্রীয় অফিস, নির্বাচিত স্থানীয় জন-প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, উপজেলা কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। • মোটর সাইকেল চালানো বাধ্যতামূলক। মোটর সাইকেলের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
২) **পদের নাম ঃ শাখা ব্যবস্থাপক (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০১ টি **বয়স ঃ** ২৮-৩৫ বছর (৩০/০৪/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্নাতক পাস। **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ২৩,০০০/- (তেইশ হাজার) টাকা। **কর্মস্থল ঃ** মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা। কম্পিউটার সম্পর্কিত দক্ষতা ঃ ইন্টারনেট, কম্পিউটারে MS Office (MS Word, MS Excel) পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে।	• গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • যেকোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত পদে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমপক্ষে ০৩ বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন প্রার্থীগণ এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। • দক্ষতার সাথে শাখা অফিসের দায়িত্বসমূহ পালনে সক্ষম হতে হবে। শাখা অফিসের যাবতীয় লেনদেন এবং হিসাব-নিকাশ সম্পাদনে সক্ষম হতে হবে। • ক্ষুদ্র ঋণ কাজের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা থাকতে হবে। • শাখা অফিসের আওতাধীন ৫-৬ জন কর্মী পরিচালনায় সক্ষমতা/দক্ষতা থাকতে হবে। • মোটর সাইকেল চালানো বাধ্যতামূলক। মোটর সাইকেলের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

সুবিধাদি : চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম /স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) ই-মেইল এডড্রেস ঝ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঞ) ধর্ম ট) জাতীয়তা ঠ) বৈবাহিক অবস্থা ড) চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত বিবরণ- প্রতিষ্ঠানের নাম, পদবী, চাকুরীর সময়কাল, ঠিকানা ঢ) রেফারেন্স (দুইজন ব্যক্তি)- বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়কের নাম, পদবী, ই-মেইল এডড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীকে যোগদানের পূর্বে বর্তমানে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র জমা দিতে হবে।

৩. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই। ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৪. এরিয়া ব্যবস্থাপক (সিএমএফপি) ও শাখা ব্যবস্থাপক (সিএমএফপি) পদের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে। কাজে যোগদানের পূর্বে নির্বাচিত প্রার্থীকে জামানত হিসেবে, শাখা ব্যবস্থাপক পদের জন্য ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা এবং এরিয়া ব্যবস্থাপক পদের জন্য ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য।

৫. উল্লিখিত সকল পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৬. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ০৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে।

৭. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৮. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৯. আবেদনপত্র আগামী ০৯/০৫/২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১০. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা
আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/১৪৭/২৩

The Metropolitan Christian Co-operative Housing Society Ltd.

We are Hiring!

The Metropolitan Christian Co-operative Housing Society Ltd. is a Co-operative Organization dedicated to solving the housing problems of its members. This institution is under registered by the Directorate of Co-operatives and will recruit a **HR Manager for its Head Office.** The eligible only Christian candidates are invited to Apply within 21st May 2023.

1. Educational Qualification:

- MBA(HRM)/Post Graduation Degree in HRM/PGDHRM/Business Management or related field will be preferable.

2. Job Experience:

- Proven work experience as an HR Manager, Administrator or similar role around 5 years to 10 years
- Adequate knowledge of business and management principles of human resources and Knowledge of office procedures and Labor Law.
- Computer literacy and ability to use related software for HR management.
- Ability to create accountability and lead by example and Strong organization skills with a problem-solving attitude.
- Strong team building, decision-making and people management skills.
- Additional qualifications in Office Administration are a plus.

3. Operational Responsibility:

- Facilitate Yearly training and development program for staffs.
- Set KPI and Target base policy for the staffs throughout the Organization.
- Liaise and facilitate HR activities for other sister concern organizations of the MCCHS Ltd.
- Ensure all necessary HR policies, records, documents and recruitment records are filled properly in both printed and soft copies.
- Develop, Implement and Monitor overall HR strategies, HR policies, process, systems, procedures and initiatives aligned with overall business strategy.
- Develop and Implement employee engagement strategies that create a positive workplace, culture and poster employee satisfaction and productivity.
- Contribute and ensure process automation in overall HR function such as Recruitment, Training and Development of The MCCHSL operations.
- Act as the key point of handling staff queries.
- Raise PR (Public relations) for any HR related activities.
- Assist on arranging interview scheduling and contact the candidates.
- Complete scanning of our existing staff files as part of E-files project under phase I and upload the files in categorized folders in E-files workspace under phase II.
- Prepare letters related to promotion, transfers and updating our database accordingly.
- Managing probation for new staff, giving reminders to line managers, preparing confirmation letters and Promotion letters with justification and KPI.

4. Position : Human Resource Manager

5. Location : Head Office of The MCCHS Ltd.

6. Working Time : Full-Time (11:00 am – 8:00 pm)

7. Salary : Negotiable

বিজ্ঞ/১৫৩/২৩

তোমার অনন্ত যাত্রায় সপ্তম বার্ষিকী স্মরণে

ফরু ফ্রান্সিস রোজারিও

জন্ম : ১৫ অক্টোবর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

শূন্যতা রেখে, কান্না ভুলে
বাবা আছি সুখে তোমার স্মৃতি নিয়ে।

বাবা,

তোমার শূন্যতা আজো অনুভূত হয় আমাদের সকলের মাঝে। তুমি চলে গেলেও পেছনে ফেলে গিয়েছ তোমার আদর্শ আর অফুরন্ত ভালোবাসা। তুমি পরম পিতার সেই স্বর্গীয় রাজ্য থেকে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, যেন আমরা তোমার সেই আদর্শ আর ভালোবাসায় পথ চলতে পারি। একতাবদ্ধ হয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে পারি। পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকাহত পরিবারবর্গ
উলুখোলা, কালীগঞ্জ
গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৪৪/২৩

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ১৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 15
Regd. No. DA-33
❖ 7 - 13 May, 2023, ২৪ - ৩০ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School)
Govt. Reg. No. 23/English (EIIN: 903421

Session 2023-2024

(Play Group to O & A Level

July 2023 to June 2024

ADMISSION Going On 2023-2024

Dhaka Campus
(Play Group to STD-X

Savar Campus
(Play Group to STD-VIII

- Limited Seats.
- Wide playground.
- Standby Power Supply.
- School Vehicle Available.
- Computer, Multimedia, Internet Etc.

Our Facilities

- Extra Curricular Activities.
- Special Care For Slow Learners.
- Air Conditoned Classrooms.
- Secured With CCtv Camera.
- Use of Modern Teaching Methodgy

Dhaka Campus: Bangladesh Baptist Church
70-D/1, Indira Road, (West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Contact: +88 02 222246708, 01989-283257

Savar Campus: YMCA International Building
B-2 Jaleswar, Near Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka
Cell: 01709-127850, 01709-091205

Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart it. Provers 22:6

বিজ্ঞ/১৪৩/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org